সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রদের উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি মাসে **৬ কোটিরও** বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, ফলে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ, মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও ধোঁয়ামুক্তি রান্নাঘরের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে রূপান্তরিত করছে

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে নিজস্ব গাড়ির স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণ করছে

৫.৫ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, ফলে আর্থিক আন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে

১.৫ কোটিরও বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার আওতায় **৩.৪ কোটিরও** বেশি মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং অটল পেনশন যোজনার আওতায় প্রায় **৬৫ লক্ষ** মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুর্ঘটনা বিমা সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা আরও মজবুত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনার আওতায় **২.৫ লক্ষ** পথ বিক্রেতাকে সহায়ত প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবিকা আরও সুদৃঢ় হয়েছে

সৌভাগ্য যোজনার আওতায় **১০০%** বাড়িতে বিদ্যুতয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 44101/13/0018/2526

"ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করেছে।"

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বাল্যবিবাহ রুখতে পাথরপ্রতিমায় পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতার বার্তা দিতে পথে নামলেন সমাজকর্মীরা। গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিগম্বরপুর ‘ অঙ্গীকার হোম’-এর উদ্যোগে এই পদযাত্রা। ঢোলাহাট থানার সামনে থেকে সচেতনতা পদযাত্রার সূচনা হয়। এর উদ্বোধন করেন ঢোলাহাট থানার আইসি সুদীপ্ত দে। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং অঙ্গীকার হোমের কর্মীরা।আইসি জানান, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এদিন পদযাত্রা মাদারপাড়া পোল, ভগবানপুর, চৌধুরীর চক, উত্তরাবাদ, বাহির চক, বৈদ্যর মোড়, মিলনমোড়, বৈরাগীর মোড়, ইন্দিরা মোড় হয়ে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যায়। পথচলতি সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগই একমাত্র পথ।

অনিল আম্বানির সংস্থার একাধিক দফতরে হানা ইডি-র

মুম্বই, ৬ মার্চ ঃ অনিল আম্বানির সংস্থার একাধিক দফতরে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকালে ১০ থেকে ১২টি জায়গায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। মুম্বই এবং হায়দরাবাদে অভিযান চালানো হচ্ছে। ইডি আধিকারিকদের ১৫টি দল এ দিন সকাল থেকে অভিযান শুরু করে। ইডি সূত্রের দাবি, রিলায়্যান্স পাওয়ারের সঙ্গে জাতি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই এই অভিযান। অভিযানের এই স্থানগুলির মধ্যে সংস্থার একাধিক দফতর ছাড়াও রয়েছে, এই সংস্থার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বাসস্থান। অভিযানের সময় তদন্তকারী সংস্থা বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা যাচ্ছে।

জয়পুরে আসবাবপত্রের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

জয়পুর, ৬ মার্চ ঃ জয়পুরের হাতোজ এলাকার নারায়ণ সিটিতে বৃহস্পতিবার রাতে একটি আসবাবপত্রের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রাধা রানি ওয়াটার পার্কের কাছে অবস্থিত একটি আসবাবপত্রের কারখানার গুদামে আগুন লাগলে সেখানে রাখা বিপুল পরিমাণ আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সময় গুদামের ভিতরে প্রায় ছয়জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। পাশাপাশি কারখানা চত্বরে থাকা ১৩ জনেরও বেশি শিশু, মহিলা ও অন্যদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা আগুনের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীতে খবর দেন। যদিও দমকল বাহিনী পৌঁছানোর আগে গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা

ভারত বনাম ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে ছয়ের রেকর্ড

কলকাতা, ৬ মার্চঃ বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বকাপের এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার রেকর্ড হয়েছে।দুই দলের দুটি ইনিংস থেকে এসেছে ৪৯৯ রান। স্বাগতিক দল শেষ পর্যন্ত মাত্র সাত রানে প্রতিপক্ষকে হারিয়েছে।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক ম্যাচে সর্বাধিক ছয়ঃ ৩৪ - ভারত বনাম ইংল্যান্ড (মুম্বই, ২০২৬)।৩১ - ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবুয়ে (মুম্বই, ২০২৬)৩০ - নেদারল্যান্ডস বনাম আয়ারল্যান্ড (সিলেট, ২০২৪)২৮ - ভারত বনাম জিম্বাবুয়ে (চেন্নাই, ২০২৬) ২৫ -ইংল্যান্ড বনাম ইতালি (কলকাতা, ২০২৬)।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ মার্চ ঃ নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আমরা আর্কটিক এবং মেরু গবেষণায় ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণ করছি। একটি সুস্থ গ্রহ আমাদের যৌথ অগ্রাধিকার, এবং আমরা আনন্দিত যে, এই বছর আমরা ভারতে যৌথভাবে বিশ্ব বৃত্তাকার অর্থনীতি ফোরাম আয়োজন করব, যা আমাদের সুস্থায়ী প্রচেষ্টায় নতুন গতি এবং ধারণা আনবে। ভারত এবং ফিনল্যান্ড উভয়ই আইনের শাসন, সংলাপ এবং কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। আমরা একমত যে সামরিক সংঘাত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সংঘাতের অবসান এবং শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি। আমরা আরও একমত যে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জরুরিভাবে সংস্কার করতে হবে এবং আমরা সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, ফিনল্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, আমরা নুমালিগড়ে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁশ থেকে জৈব-ইথানল শোধনাগারও তৈরি করেছি। রাষ্ট্রপতি স্টাবের সফরের সময়, এই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা ভারত-ফিনল্যান্ড সম্পর্ককে ডিজিটালাইজেশন এবং টেকসইতার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করছি। এই অংশীদারিত্ব এ আই থেকে ৬জি টেলিকম, পরিস্কার শক্তি থেকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং পর্যন্ত অনেক উচ্চ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত এবং শক্তিশালী করবে। উপরন্তু, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারিত্ব আরও গভীর হবে। ভারত এবং ফিনল্যান্ডের মতো গণতান্ত্রিক এবং দায়িত্বশীল দেশগুলির মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্য বিশ্বস্ত প্রযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।

রাজ্যপাল বদল নিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমার অনুযোগ, কটাক্ষ নেটনাগরিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আগাম আলোচনা না করে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল বদলকে অদ্ভুৎ ব্যাপার বলে মন্তব্য করে নেটনাগরিকদের কাছে ব্যাঙ্গের শিকার হলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।বৃহস্পতিবার রাতে একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে রিলসে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রচার করে। তাতে তিনি বলেছেন, '' এর ভেতরে কি অন্য কিছু লুকিয়ে আছে? মানে এই যে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট না বেড়নো, এখানে একটি রাষ্ট্রপতির শাসন হোক, এরকম কোনও মনোবাঞ্ছা আছে? শুক্রবার বেলা দেটা নাগাদ ৪৩৬টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। বেড়ে চলেছে সংখ্যাটা।রাজ্যপালের পদত্যাগ প্রসঙ্গে চন্দ্রিমার সমালোচনার জেরে মিতাব অনুরাগ লিখেছেন, এর উত্তর লুকিয়ে রাখা আছে লিপস্টিকের কার্টুনে। প্রীতি দত্ত লিখেছেন, আপনি লিপস্টিক এর কালার চেঞ্জ করছেন না বলেই রেগে পদত্যাগ করলেন। আনন্দী টেগোর প্রশ্ন করেছেন, উনি সব সময় কি লিপস্টিক পড়ে থাকেন?এতো রাতেও? রিয়া পাল লিখেছেন, লিপস্টিক দিয়েই সিঁদুর দিয়েছে। নির্মল ভট্টাচার্য লিখেছেন, আজকের লিপিষ্টিক ভালো লাগছে না। আগেরটা পড়ুন লিপিষ্টিক ভট্টাচার্জী মহোদয়া। সাগর কুমার মান্না লিখেছেন, কান্না করবেন না, লিপিস্টিক যেদিন কম পড়ে আসবেন। সেদিন আপনাকে জানানো হবে ঠাকুমা।বিভাস দত্ত লিখেছেন, এদের দেখলে খুব হাসি পায়। শুভ্রা ব্যানার্জি লিখেছেন, বোসদা পালিয়ে বাঁচলো এবার রবি দা কী করে দেখা যাক! অনিন্দ্য পাল লিখেছেন, এরা রাজ্যপাল থাকলেও গালি দেয়, চলে গেলেও গালি দেয়। মন্ত্রীর উদ্দেশে সঞ্জয় মিত্র লিখেছেন, ছেলে কেমন কামাচ্ছে? অঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন, নতুন রাজ্যপালকে রিকোয়েস্ট রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করান। এরা খুব বেড়েছে।

ধস শেয়ার বাজারে, সেনসেক্স ও নিফটির সূচকে বড় পতন

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৬ মার্চ ঃ সপ্তাহের শেষ কাজের দিন শুক্রবার বড়সড় পতনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করল শেয়ার বাজার। শুরুর কারবারেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এর ৩০টি শেয়ার ভিত্তিক সূচক সেনসেক্স ৩৫৩.৬৯ পয়েন্ট বা ০.৪৪ শতাংশ কমে ৭৯,৬৬২.২১ স্তরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)-এর ৫০টি শেয়ার ভিত্তিক সূচক নিফটি ১১৭.৭০ পয়েন্ট বা ০.৪৮ শতাংশ পতন নিয়ে ২৪,৬১৭.৭৫ স্তরে লেনদেন করছে।একদিনের স্বস্তির পর বাজারে আবারও এই নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ২৩টি শেয়ারই লোকসানে যাত্রা শুরু করেছে। এর মধ্যে ইন্ডিগো এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ২ শতাংশেরও বেশি পড়ে গিয়েছে। এছাড়া আলট্রাটেক সিমেন্ট , এশিয়ান পেইন্টস, এলঅ্যান্ডটি, টাটা স্টিল, মারুতি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আদানি পোর্টস এবং ভারতী এয়ারটেলের শেয়ারেও পতন দেখা গিয়েছে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বিইএল, ইনফোসিস, এইচসিএল টেক, টিসিএস, টেক মহিন্দ্রা, রিলায়েন্স এবং ইটারনালের শেয়ারে উর্ধ্বগতি বজায় রয়েছে।উল্লেখ্য, টানা চার দিনের পতনের পর গত বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারে বড় উত্থান দেখা গিয়েছিল। ওইদিন সেনসেক্স ৮৯৯.৭১ পয়েন্ট বা ১.১৪ শতাংশ বেড়ে ৮০,০১৫.৯০ স্তরে এবং নিফটি ২৮৫.৪০ পয়েন্ট বা ১.১৭ শতাংশ বেড়ে ২৪,৭৬৫.৯০ স্তরে বন্ধ হয়েছিল। আজকের এই নতুন পতন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বকল্যাণের পথ দেখাতে হবে ভারতকেঃজেতালপুরে মোহন ভাগবতের বার্তা

জেতালপুর(সংবাদ সংস্থা),৬মার্চঃ গুজরাটের জেতালপুরে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এমন এক ভারতের স্বপ্নের কথা তুলে ধরলেন, যে ভারত কেবল নিজের উন্নতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি মনে করেন, বিশ্বজুড়ে যে অস্থিরতা, সংঘাত এবং মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের জন্য ভারতকে এগিয়ে আসতেই হবে। তাঁর মতে, ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জীবনদর্শনের মধ্যে এমন অনেক মূল্যবোধ রয়েছে যা আজকের বিপর্যস্ত পৃথিবীর সামনে এক নতুন পথ খুলে দিতে পারে।বৃহস্পতিবার জেতালপুরে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মোহন ভাগবত এই বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে ভারতের ঐতিহ্যগত দর্শন এবং সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানবকল্যাণের ধারণা। তিনি বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বহু সমস্যার সমাধান নিয়ে. বিভিন্ন দেশ ও সমাজ বিভ্রান্ত। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ সংকট এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মতো নানা সমস্যায় বিশ্ব আজ জর্জরিত। এই অবস্থায় ভারতকে তার প্রাচীন মূল্যবোধ ও দর্শনের শক্তি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে হবে।মোহন ভাগবতের মতে, ভারতবর্ষের সভ্যতা হাজার হাজার বছরের পুরনো এবং এই সভ্যতার ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে সমন্বয়, সহাবস্থান এবং মানবকল্যাণের দর্শন। তিনি বলেন, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সবসময় মানুষকে একত্রিত করার কথা বলে, বিভাজনের নয়। এই কারণেই আজকের পৃথিবীতে যখন সংঘাত বাড়ছে, তখন ভারতীয় চিন্তাধারা বিশ্বের সামনে এক বিকল্প পথ দেখাতে পারে। তাঁর কথায়, ভারতের দায়িত্ব কেবল নিজের নাগরিকদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা নয়, বরং এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যা মানবতার বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে কাজ করবে।তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখানোর দায়িত্ব ভারতের উপর আসবে। আমরা এটি এড়াতে পারি না। আজ হোক বা কাল হোক, আমাদের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। তাঁর মতে, এই দায়িত্ব কোনও রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে পালন করতে হবে। ভারতের প্রকৃত শক্তি তার মানুষের চরিত্র, সমাজের ঐক্য এবং মানবকল্যাণের আদর্শে নিহিত রয়েছে।মোহন ভাগবত তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, আজকের পৃথিবীতে অনেক সমস্যার কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সমাজের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক দেশই পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাঁর মতে, ভারত যদি তার নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে এগিয়ে যায়, তবে সেই পথ অন্যদের কাছেও অনুসরণীয় হয়ে উঠতে পারে।তিনি মনে করেন, ভারতের সাংস্কৃতিক দর্শনের মূল কথা হল সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ। এই দর্শন কেবল মানুষের কল্যাণ নয়, প্রকৃতি এবং সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার শিক্ষা দেয়। আজ যখন পরিবেশ সংকট এবং জলবায়ু. পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব উদ্বিগ্ন, তখন ভারতীয় দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মোহন ভাগবত বলেন, যদি ভারত এই মূল্যবোধকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে তা বিশ্বের জন্য একটি বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে।জেতালপুরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কেবল সরকারের উদ্যোগে নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরে দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং একে অপরকে সমর্থন করতে হবে। এমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে যা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য পরিচালিত করবে।তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি ভারতের উন্নয়নকে কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেখতে চান না। তাঁর মতে, প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সমাজে নৈতিকতা, সহমর্মিতা এবং ঐক্যের মূল্যবোধ শক্তিশালী হবে। এই মূল্যবোধ ছাড়া কোনও দেশ দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বের সামনে নেতৃত্বের দাবি করতে পারে না।মোহন ভাগবত আরও বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাড়াহুড়ো করে নয়, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সমাজের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং মানুষকে এই আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে হবে। তিনি বলেন, একটি শক্তিশালী ও কল্যাণমুখী ভারত গড়ে তোলা জরুরি এবং এই কাজটি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা দরকার।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু মানুষ তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। অনেকেই মনে করেন, ভারতের ভূমিকা নিয়ে এই ধরনের ভাবনা নতুন নয়, তবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তা নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে যখন নানা সংঘাত এবং প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তখন ভারতীয় চিন্তাধারা শান্তি ও সহাবস্থানের বার্তা দিতে পারে।মোহন ভাগবতের বক্তব্যে ভারতের ভবিষ্য নিয়ে এক ধরনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করেন, যদি সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এবং দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে এগিয়ে যায়, তবে ভারত কেবল নিজের উন্নয়নই নিশ্চিত করবে না, বরং বিশ্বের সামনে এক নতুন পথও দেখাতে পারবে।এই অনুষ্ঠানে তিনি শেষ পর্যন্ত একটি সংকল্পের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে একত্রিত হয়ে সেই পথ খুঁজে নিতে হবে। তাঁর কথায়, আমরা একসঙ্গে দেখা করব, আলোচনা করব এবং এগিয়ে যেতে থাকব। আমি এই সংকল্প প্রকাশ করছি।গুজরাটের জেতালপুরে দেওয়া এই বক্তব্যের মাধ্যমে মোহন ভাগবত আবারও ভারতের ভূমিকা নিয়ে এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরলেন। তাঁর মতে, বিশ্ব যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত, তখন ভারতের সামনে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে-নিজের সাংস্কৃতিক শক্তি ও মূল্যবোধের মাধ্যমে বিশ্বকে একটি নতুন দিশা দেখানোর সুযোগ। সেই লক্ষ্যেই তিনি সমাজের সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, আর ধর্না দিয়েই মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে বিদায় নেবেনঃবিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী, ৬ মার্চ ঃ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় এসে একের পর এক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। বৃহস্পতিবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা থেকে বাসন্তী হয়ে গোসাবা বিধানসভা পর্যন্ত বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় সামিল হয়েছিলেন তিনি। গোসাবা বিধানসভার মসজিদবাটিতে এদিনের পরিবর্তন যাত্রা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক আক্রমণ করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার ক্ষমতায় আসতে গিয়ে ধর্না দিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্না দিয়েই তিনি ক্ষমতায় এসে ছিলেন, আর আগামী ৬ তারিখ তিনি ফের ধর্না দেবেন। এই ধর্নাই ওনার শেষ ধর্না হবে। এই ধর্না দিয়েই তিনি বিদায় নেবেন।এসআইআরে ৬০ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। আর সেই কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ধর্নায় বসবেন আগামী ৬ই মার্চ থেকে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পরিবর্তন যাত্রায় সামিল হয়ে একের পর এক আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, উনি একজন বহুরূপী। কখনও উকিল সাজছেন, কখনও ইঞ্জিনিয়ার, কখনও ডাক্তার, কখনও বা অন্য কিছু। ফলে উনি কী করবেন সেটা ওনার ব্যাপার। তবে এটুকু বুঝি, উনি কোনও কাজই ঠিকমত করতে পারেন না। ওনাকে যে কাজ দেওয়া হয়, সেই কাজ না করে উনি অন্যের কাজে নাক গলান। এটাই ওনার অভ্যাস। বিপ্লব আরও বলেন, উনি একজন বিচিত্র মানুষ, উনি কী করবেন সেটা আপনি অনুমানই করতে পারবেন না। উনি তো আর রাজ্য চালান না, রাজ্য চালায় ওনার ভাইপো। ফলে উনি মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। ফলে ওনার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। আমরা পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে এসেছে এখানে। পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিতে মানুষ মুখিয়ে আছে। বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু পশ্চিমবঙ্গে আসছে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, যে কোনও সময়েই ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোবল বাড়াতে শুরু হয়েছে রুট মার্চ। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আসার আগে রাজ্যে আসছে চার সদস্যের বিশেষ প্রতিনিধি দল। আগামী সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার দু'দিনের রাজ্য সফরে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তার আগে রবিবার কলকাতা আসছেন সিনিয়র ডেপুটি উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস বি জোশী, ডিরেক্টর মনোজ সি, ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল। ফুল বেঞ্চের বৈঠকের আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শহরে আসছেন এই চার আধিকারিক।সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ সফরের পর যে কোনও সময় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হতে পারে। এই সফরের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি ইন্সপেক্টর জেনারেল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের সঙ্গে নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ, নির্বাচনী কর্মীদের প্রশিক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা, ভোটার সচেতনতা এবং প্রচার কার্যক্রমের বিষয়ে বৈঠক করবে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৭ মে।পশ্চিমবঙ্গে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সেই তালিকায় ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ভোটারদের নাম চূড়ান্ত হলে তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হবে এরপর তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

শনিবার আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার (৭ মার্চ) দার্জিলিং-এ নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেবেন। আন্তর্জাতিক সাঁওতাল পরিষদ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে এই বিষয়ে জানা গেছে।উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শুক্রবার ও শনিবার (৬ ও ৭ মার্চ) দু'দিন পশ্চিমবঙ্গ সফরের কথা ছিল। প্রথমে রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছিল, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার (৬ মার্চ) দার্জিলিংয়ে দার্জিলিং হিল ফেস্টিভ্যাল-এর উদ্বোধনের পাশাপাশি বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে দার্জিলিং-এর লোক ভবনে রুটস অ্যান্ড রিদমস শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। এই দিনেই রাষ্ট্রপতি খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মহিলাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত এক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন।তবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে শুক্রবার তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার দার্জিলিং-এ নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেবেন।

নারী দিবসে পশ্চিমবঙ্গের নারী-সুরক্ষা নিয়ে শঙ্কা প্রাক্তন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মার্চঃ জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে যত অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটে তার উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিমবঙ্গে ঘটে। একই সঙ্গে দোষীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশের হার অত্যন্ত কম, যা রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। শুক্রবার এই মন্তব্য করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ, পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত।নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিধি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে অপরাধ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং দুর্নীতির বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। এসএসসি সহ একাধিক দুর্নীতির ঘটনার ফলে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশ দুর্বল হয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাবে বহু তরুণ-তরুণী অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, যা রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগজনক।তিনি বলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের রায়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও উন্নয়নমুখী সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে বাংলাকে তার পূর্বের গৌরব ও মর্যাদার পথে ফিরিয়ে আনতে পরিবর্তন অপরিহার্য এবং সেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এআই চালিত রোবট দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার তিরুঅনন্তপুরমে

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ স্বচ্ছ ভারত মিশন-আরবান ২.০ প্রকল্পের আওতায় কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে নর্দমা পরিষ্কারে ব্যবহার করা হচ্ছে এআই-চালিত ‘ জি -স্পাইডার’রোবট। এই রোবট মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিপজ্জনক ও দুর্গম এলাকায় নিরাপদে আবর্জনা অপসারণ করতে সক্ষম।কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, তিরুঅনন্তপুরম রেলস্টেশনের কাছে অবস্থিত আম্মাইঝাঞ্চন খালের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরেই পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কম উচ্চতা, অবিরাম জলপ্রবাহ এবং নিরাপদ প্রবেশপথের অভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেখানে পরিষ্কার করার কাজ দুষ্কর ছিল। এই সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী এম.বি. রাজেশ ‘ জি -স্পাইডার’ রোবটটির উদ্বোধন করেন।এই উদ্যোগটি তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগম ও টেকনোপার্ক ভিত্তিক জেনরোবোটিক ইনোভেশনের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে। আধিকারিকদের মতে, এই প্রযুক্তির ফলে সাফাইকর্মীদের আর বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নেমে কাজ করতে হবে না। এআই-ভিত্তিক ভিশন ও সেন্সর প্রযুক্তিসম্পন্ন রোবটটি খালে জমে থাকা বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা শনাক্ত করে তা নিরাপদে অপসারণ করতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

পিলখানায় গুলি-কাণ্ড, আদালতে বিক্ষোভ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৬ মার্চ ঃহাওড়ার পিলখানায় প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনায় দিল্লি থেকে ধৃত দুই অভিযুক্ত হারুন খান ও রোহিত হোসেনকে শুক্রবার ভোরে বিমানে করে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। এরপর এ দিন দুপুরে সিআইডি-র হেফাজতে থাকা ধৃতদের হাওড়া আদালতে নিয়ে আসা হলে সেখানে বিক্ষোভ দেখান পিলখানার বাসিন্দাদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের দাবি যে, এই দুই জনকে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় হাওড়া আদালত সংলগ্ন এলাকায়। বিক্ষোভকারীরা পোস্টার নিয়ে আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকারা শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সতেজ এবং শক্তিতে ভরপুর বোধ করবেন। এটি আপনার জন্য ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণের জন্য সঠিক সময়। যদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে, তবে এটি সমাধানের জন্য একটি শুভ দিন। বিবাহের যোগ হবে আজ

বৃষঃ কাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার যোগাযোগ ক্ষমতাকে আরও ভাল ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন, যার কারণে আপনার চারপাশের মানুষেরা আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযো। সন্তান হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন।

সিংহঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিদেশী দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। কাজের সুযোগ আজ হবে।

কন্যাঃআপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে।

তুলাঃ এই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক দিন হবে, যেখানে আপনি নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন।

ধনুঃআপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময় যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে।শুভদিন

মকরঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠার ফল লাভের সময় এসেছে। কর্মক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আপনার কাছে আসতে পারে, যা সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কুম্ভঃহৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না।

মীনঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। দিনের শুরুটা ভাল হতে পারে তবে সন্ধ্যায় কোনও কারণে আপনি আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন যা আপনাকে বিরক্ত করবে। বন্ধুরা আপনাকে তাঁদের বাড়িতে এক উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য আমন্ত্রণ।

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। কিন্তু আগামী শনিবার আবহাওয়ার বদল হবে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলায় জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুরে। আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে, শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরেও। তবে রবিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের জেলাগুলিতে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 95 Saturday, 7 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯৫ সংখ্যা ❋ ২২ ফাল্গুন ১৪৩২, শনিবার, ৭ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

এবার মুখ খুললেন সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেও ৬০ লক্ষের নাম 'অমীমাংসিতের' তালিকায়। প্রশ্ন উঠছে, কবে বাংলায় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে? ৭ মে'র মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে। এই আবহে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা নিয়ে কী বলছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল? অমীমাংসিতের তালিকায় ৬০ লক্ষের নাম নিয়ে কী বক্তব্য তাঁর? শুক্রবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি। কী বললেন রাজ্যের সিইও? এদিন বিধানসভায় এসেছিলেন সিইও। রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনে পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়নের স্ক্রুটিনি হয় এদিন। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানান, অবজার্ভার হিসেবে বিধানসভায় এসেছেন তিনি। সেখানেই একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় সঠিক সময়ে ভোট সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। এদিন তা নিয়ে সিইও বলেন, ''নির্বাচন সংক্রান্ত তারিখ আমি ঘোষণা করি না। আমার কোনও

ক্ষমতা নেই। কমিশন আমার সঙ্গে আলোচনাও করবে না।'' এরপরই তিনি বলেন, ''এটা কমিশন বলতে পারবে। কমিশনের প্রতিনিধিরা ৪টে রাজ্য ঘুরে এখানে আসছেন। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন।'' চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও ৬০ লক্ষের নাম অমীমাংসিতের তালিকায় রয়েছে। এই নিয়ে এদিন সিইও বলেন, ''এটা তো এসআইআর গাইডলাইনে ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে ম্যাটার গিয়েছে। অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে এই অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ৬০ লক্ষের মধ্যে ৬ লাখের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বাকি কী হবে, সেসব আমরা জানি না। কমিশন এসে সিদ্ধান্ত নেবে। সেটা কী হবে, তা আমরা জানি না।'' এরপরই তিনি বলেন, ''এইরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। তবে এত পরিমাণে না হলেও অনেক ফর্ম ৬ শেষের দিকে আসে। সেগুলো থেকে যায়। নমিনেশনের শেষ দিন পর্যন্ত দেওয়া যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সব কেস নিষ্পত্তি হয় না। তবে এই পরিমাণে অ্যাজজুডিকেশন আমি দেখিনি।' ৬০ লক্ষ নাম অ্যাডজুডিকেশনে থাকার পিছনে কাদেরও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন করা হয় সিইও-কে। যার জবাবে তিনি বলেন, ''এরকম নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ এলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। কিন্তু আমরা এখন এত ব্যস্ত, এখন এই কাজ করব কী অন্য কাজ করব! এখন এত সময় নেই যে ধরে ধরে শাস্তি দেব।'' শুনানিতে নথি দেওয়ার পরও অ্যাডজুডিকেশমনে নাম থাকা নিয়ে মনোজ আগরওয়াল বলেন, ''এইভাবে আমি কিছু বলতে পারব না। ডিইও-র কাছে রিপোর্ট চেয়েছি। তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধান করে তবে কিছু বলতে পারব। আমরা আইনগতভাবেই ব্যবস্থা নেব।''

আইপ্যাক-এর নাম করে ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চঃ দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত সব দল। কারা টিকিট পাবেন, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এরই মধ্যে তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের নাম করে প্রতারণার অভিযোগ। বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হল। অভিযোগ পেয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক যুবককে। ধৃতের নাম রত্নদীপ মাহাতো। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক পুরুলিয়ার বাসিন্দা। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর আসনে টিকিট পাইয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে তিনি ফোন করেন। আইপ্যাকের তরফে ফোন করছেন বলে জানান। টিকিটের জন্য ওই তৃণমূল নেতার কাছ থেকে প্রথমে এক কোটি টাকা দাবি করেন। অগ্রিম হিসেবে কয়েক লক্ষ টাকাও নেন। পরে কিছু স্ক্রিনশট পাঠান।

'লজ্জা ঢাকার কোনও জায়গা নেই'

এসআইআর নিয়ে সুর সপ্তমে, ধর্নায় 'বিরোধী মেজাজে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চঃ 'লজ্জা ঢাকার জায়গা নেই।' এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৬০ লক্ষ নাম 'বিচারাধীন' রয়েছে। এই আবহে বিজেপি যখন পরিবর্তন যাত্রা বার করেছে, ঠিক তখন বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাগুলি থেকে তৃণমূল বিধায়কেরা লোকজন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে। শুধু তাই নয়, ধর্নামঞ্চে হাজির হন কবীর সুমন, কবি জয় গোস্বামী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না মঞ্চে উপস্থিত হয়েই নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একহাত নেন। তিনি বলেন, ''প্রচুর মানুষ আসবেন। যে ২২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা জীবিত, তাঁদের আমি মঞ্চে হাজির করব। এসআইআরের জন্য মারা গিয়েছেন এমন আট পরিবার, যারা দিল্লি গিয়েছিল, তারাও এখানে বসবে। কিন্তু যারা বসে আছে, অথচ মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে... লজ্জা ঢাকার জায়গা নেই। নির্লজ্জ বিজেপি পার্টি এবং তাদের দালাল নির্বাচন কমিশন।'' এরপরেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে খোঁজ রাখি। তাঁদের আমরা প্যারেড করাব। দেখুন, এঁরা মৃত এসআইআর প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তাঁরা ভাল ভাবে বেঁচে। আমরা তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।'' এরমধ্যেই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গান গাওয়ার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চে হাজির হন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার মনোনীত প্রার্থী রাজীব কুমার, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। সকলের মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মতলায় ধর্না চলবে। এমন অনেক ভোটার রয়েছেন, যাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা বেঁচে আছেন। তাঁদের আগামিদিনে হাজির করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, ''আমি যেখানে থাকি, সেখানে একজন থাকেন, তিনি বেঁচে আছেন। তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে আগামিকাল নিয়ে আসব।'' তিনি জানান, প্রথমে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন। তারপর কবীর সুমন গান গাইবেন। এরপর সুমন এবং কবি জয় গোস্বামীকে উদ্দেশ্য করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওঁরা কষ্ট করে এসেছেন... কবীর সুমন, জয়দা যে এত কষ্ট করে এসেছেন, আমার ওঁদের দেখে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর আন্দোলনের কথা মনে পড়ছে। তখনও ওঁরা ছিলেন।'' তিনি বলেন, রাজনীতির ময়দান ছাড়াও নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা হাজির হয়েছেন মঞ্চে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রেসিডেন্ট। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম ওঠেনি ভোটার তালিকায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, ১৪ বছর তিনি মিনাখা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও মঠের দায়িত্বে রয়েছে। এ জাতীয় আরও অনেক মানুষ উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নামঞ্চে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন সদ্যোই দলবদলু প্রতীক উর রহমান। মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা মঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, ''ইতিমধ্যেই বাংলা থেকে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম কাটা হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে যখন ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরিয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি যে তালিকা প্রকাশিত হল, সেখানে অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ থেকে ছ'লক্ষ মানুষের নাম কাটা হয়েছে। সংখ্যাটা ৬৩-৬৪ লক্ষ। আর বিচারাধীন রয়েছে ৬০ লক্ষের ওপর। সংখ্যাটা ১ কোটি ২৪ লক্ষ।'' তাঁর বক্তব্য, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার তিন মাস আগে থেকে বিজেপি নেতারা দাবি করে আসছিলেন, ১ কোটির ওপর লোকের নাম বাদ যাবে। অভিষেকের কথায়, ''এটা তো কাকতালীয় হতে পারে না।'' তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কাউকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অভিষেক বলেন, ''কাগজ জমা দেওয়ার পরও বিচারাধীন।'' এর আগেও একাধিক ভাষায় নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ''নির্বাচন কমিশন যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে, তাহলে গণতন্ত্র বিপদের মুখে পড়বে। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হলে আমরা তা মেনে নেব না।'' তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ''কমিশনকে পরিষ্কার করে বলতে হবে কেন এই প্রক্রিয়ায় এত মানুষের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'' এসআইআর-এর প্রতিবাদ করতে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলেন অভিষেক। সিইসি-জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভোট ঘোষণা হবে বলে সূত্রের খবর। তার আগেই কলকাতায় আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আগামী ৮ মার্চ অর্থাৎ রবিবার রাতে কলকাতায় আসবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ৯ মার্চ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাতীয় বা রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ওই প্রতিনিধি দলের বৈঠক হবে।

আসছে আরও জুড়িশিয়াল অফিসার, ৬০ লক্ষ অমীমাংসিত নামের নিষ্পত্তি হতে কতদিন লাগতে পারে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চঃ ভোটের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা হবে? আর নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে কি সম্ভব হবে অমীমাংসিতের তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষের নথি যাচাই? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। কমিশনের কর্তারা অবশ্য খুব একটা আশার আলো দেখাতে পারছেন না। তাঁরা মনে করছেন, মার্চের শেষেও অমীমাংসিতের তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষ ৬ হাজারের নাম নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মার্চে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হলে, তার আগে কোনওভাবেই বিবেচনাধীন লিস্ট প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে ৬০ লক্ষের নাম অমীমাংসিতের তালিকায় থাকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসাররা ওই অমীমাংসিতদের নথি খতিয়ে দেখছেন। এখনও পর্যন্ত বিবেচনাধীন কেস সাড়ে ৭ লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামিকাল (৭ মার্চ) ঝাড়খণ্ড থেকে ১০০ জুডিশিয়াল অফিসার আসছেন। ওড়িশা থেকেও আসবেন আরও ১০০ জুডিশিয়াল অফিসার। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব বর্ধমান- এই আটটি জেলার বিবেচনাধীনের তালিকার নিষ্পত্তি করবেন তাঁরা। তাঁদের কাজ শুরু করতে আগামী সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। এই মুহূর্তে কাজ করছেন ৫০১ জন জুডিশিয়াল অফিসার। হিসেব বলছে, গড়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার একদিনে নিষ্পত্তি হলেও এক থেকে দেড় মাস সময় লেগে যাবে। অন্যদিকে রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ৯ মার্চ আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবে। রাজনৈতিক দলগুলির দাবি, অমীমাংসিতের তালিকার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যাতে ভোট ঘোষণা না হয়। তারা এই বিষয়টা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সামনে তুলে ধরবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ফুল বেঞ্চ আসার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার নিয়ম রয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি কোনওমতেই সম্ভব নয় বলেই মনে করছে কমিশন।

বোসকে সরিয়ে দুঁদে গোয়েন্দা রবিকে বাংলায় আনার পিছনে কোন অঙ্ক?

নিজস্ব প্রতিবেদন

'আমি বাংলার দত্তক সন্তান হতে চাই।' মাত্র মাস তিন আগে এ কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন বোস। কোন বোস? যাঁর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উঠতে-বসতে সংঘাত সেই বোস। শুধু তাই নয়, শুক্রবার দার্জিলিং রাজভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে যাবেন বলে পরিকল্পনাও ছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রকের সেই অনুষ্ঠানের ইনভিটেশন কার্ডেও বোসের ছবি জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ ব্যাগ গুছিয়ে ছুটতে হল দিল্লি। তারপরই রেজিগনেশন। অদ্ভুত না? বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একটি ঘটনা কি সত্যিই সাধারণ? নাকি পিছনে রয়েছে জটিল অঙ্ক? মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাজভবন ছাড়তে হচ্ছে সি ভি আনন্দ বোসকে। গত তিন বছরে যাঁকে বারবার পথে-প্রান্তরে বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে তাঁর কোনও বক্তব্যই সামনে আসেনি। শুধু পিটিআই-কে বলেছেন, ''অনেকগুলো দিন রাজভবনে কাটালাম'। যিনি ভোটার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যিনি বাংলায় হাতেখড়ি করেছিলেন, তিনি কি এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা জানতেন? কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে তাঁর নাম রাখা হল কেন? কেনই বা তড়িঘড়ি সেই প্রোগ্রাম বাতিল করতে হল? উঠছে অনেকগুলো প্রশ্ন। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা পোস্ট অনুসারে রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল হতে চলেছেন আরএন রবি। বোস গিয়ে রবি আসছেন বাংলায়? দুটো শব্দেই বাংলার আবেগ জড়িয়ে। কিন্তু এই দুটো নামের পিছনে আসলে কী ঘটছে বুঝতে গেলে, বর্তমান পরিস্থিতিটা একটু বুঝতে হবে। সদ্য এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। ৬১ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়েছে। ৬০ লক্ষ ভোটারের নামের মীমাংসা হয়নি। সেগুলি মীমাংসা করে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করার কথা। সব কাজ মেটাতে ভিনরাজ্য থেকে অন্তত ২০০ বিচারককেও আনা হতে পারে বাংলায়। তবে অঙ্কের হিসেব বলছে, অতিরিক্ত বিচারক আনলেও অত নামের মীমাংসা সময়ের মধ্যে করা কঠিন। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৬ লক্ষ ১৫ হাজার না যাচাই করা হয়েছে। বাকি ৫৪ লক্ষের নাম ভোটের আগে মীমাংসা হওয়া সম্ভব? যদি না হয়, তাহলে ভোট কি হবে? রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের নাম রয়েছে ওই তালিকায়। মীমাংসা না হলে তো তাঁদের টিকিট দেওয়াই সম্ভব হবে না! সব লিস্ট প্রকাশ করে তবেই ভোট করতে হবে, এমন দাবি উঠছে বিভিন্ন মহলে। এবার একটু সময়ের হিসেবটা দিই। আগামী ৭ মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অর্থাৎ ২ মাসের মধ্যে যা করার করতে হবে। ভোট শুরু হওয়ার এক মাস আগে ভোট ঘোষণা করতে হবে কমিশনকে। অর্থাৎ হাতে সময় খুব বেশি নেই। সে ক্ষেত্রে ৭ মে-র মধ্যে ভোট সম্পন্ন না হলে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না বাংলায়। এই ক্ষেত্রে বছর খানেক আগে শুভেন্দু অধিকারীর করা একটি মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইব। শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করানো উচিত। শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বাংলায় ভোট করানো সম্ভব হবে না, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে তবেই সবাই ভোট দিতে যেতে পারবেন। যদিও শুভেন্দুর এই মন্তব্য এসআইআর শুরু হওয়ার অনেক আগের। মনে হতেই পারে, রাজ্যপাল বদলে রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনার কথা কেন বলছি? কারণ যাঁকে নতুন রাজ্যপাল করা হচ্ছে, তাঁর নামটা এই আবহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর এন রবি। প্রাক্তন আইপিএস, প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তা। তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। প্রশাসনিক দক্ষতা, তুখোড় বুদ্ধি- কোনওটা নিয়েই কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এমন একজন রাজ্যপালকে দায়িত্ব নিতে হবে যিনি প্রশাসনটা বোঝেন, সাংবিধানটা বোঝেন, সঙ্গে থাকবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও। রবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সবকটা প্যারামিটারেই তিনি কতটা তুখোড়। ফিজিক্সে এমএ করা আরএন রবি একসময় সাংবাদিকতা করেছেন। পরে আইপিএস হন। না কোনও ডিজি বা এসপি হিসেবে তাঁর কেরিয়ার এগোয়নি। সিবিআই ও ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। কাশ্মীর বা উত্তর-পূর্বের অনুপ্রবেশ থেকে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা-সবটাই তাঁর নখদর্পণে। এমনকী মোদি সরকারের অন্যতম ভরসা তথা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের ডেপুটি হিসেবেও একসময় কাজ করেছেন তিনি। বাংলার অনুপ্রবেশ ইস্যু যখন বিজেপির বড় হাতিয়ার, তখন রবিকে পাঠানোর ভাবনা কি নিছকই সাধারণ বিষয়? আর রাজ্য সামলানোর কথা যদি বলি, তাহলে খুব সাম্প্রতিক অতীতে ফিরে যেতে হয়। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল হিসেবে বারবার শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন এই দুঁদে গোয়েন্দা। তিন বছর ধরে রাজ্যপালের দফতরে স্তালিন সরকারের ১২টি বিল আটকে রেখেছিলেন তিনি। স্ট্যালিন সরকারের সঙ্গে সংঘাত চরমে পৌঁছয়। এমনকী তামিলনাড়ু সরকার রাজ্যপালের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। তারপরই সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে আইনি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সে এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। বিল আটকে রাখাকে 'অবৈধ' এবং 'স্বেচ্ছাচারী' বলে সুপ্রিম কোর্ট। সেই রবি এবার সামলাবেন বাংলাকে। রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নয় তো? অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছে রাজ্যের শাসক দলও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁকে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করানোর জন্য চাপ দিয়ে থাকে! আবার এই পরিস্থিতিতে বোসের সঙ্গে ধনখড়ের কথাও মনে করাচ্ছে তৃণমূল। ঠিক যেভাবে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন ধনখড়, একইভাবে অসুস্থতার কথা লিখেছেন বোসও। তবে ৯ মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দফায় দফায় বৈঠক হওয়ার কথা আছে। সাধারণত এমন বৈঠকের পরই ভোট ঘোষণা করে থাকে কমিশন। এবারও কি তাই হবে? ঘোষণা হলেও বিক্ষোভের আশঙ্কা, ঘোষণা না হলেও সঙ্কটের সম্ভাবনা। সামলাতেন পারবেন তো রবি? সেটা সময়ই বলবে।

রবিবার থেকেই বাংলায় হাওয়া বদল, খেলা শুরু বৃষ্টির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চঃ ইঙ্গিতটা আগেই মিলেছিল। এবার মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষ লগ্নেই বড়সড় হাওয়া বদলের ইঙ্গিত বাংলায়। ওড়িশা ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে আবহাওয়ার বড়সড় বদল ঘটতে চলেছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ কাটিয়ে বসন্তের শুরুতেই বৃষ্টির ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে দুই বঙ্গেই। আবহাওয়া তীব্রতা বেশি থাকতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। বৃষ্টির প্রভাবে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও আকাশ মেঘলা থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও শুক্রবারের পর থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার ও মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির কিছুটা বাড়বে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দুই দিনাজপুরে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে। সেখানেও

দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির একটি স্পেল চলবে। বৃষ্টির সময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ারও দেখা মিলবে। সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিন ঝাড়গ্রাম এবং দুই মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির দাপট বাড়বে। দুই মেদিনীপুর ছাড়াও দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাসের দেখা মিলতে পারে। মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় বর্তমানে শীতের আমেজ পুরোপুরি উধাও। উল্টে গরম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত মহানগরে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও সোমবার বা মঙ্গলবার নাগাদ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৯৫, শনিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২

আয়ের সিংহভাগ একদলের দখলে

ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল রাজনৈতিক দলগুলির আর্থিক স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য। গণতন্ত্রের সুস্থ বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায় সমান সুযোগ নিয়ে জনগণের কাছে নিজেদের মতাদর্শ ও কর্মসূচি তুলে ধরতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র সামনে আসে, তা গণতন্ত্রের এই মৌলিক ভারসাম্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট রাজনৈতিক তহবিলের প্রায় পঁচাশি শতাংশই একটি দলের হাতে কেন্দ্রীভূত। সেই দলটি হল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুধু আয়েই নয়, ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই দলটি অন্য সব দলের তুলনায় বহু গুণ এগিয়ে রয়েছে। এই প্রবণতা শুধু একটি দলের শক্তি বৃদ্ধির বিষয় নয় বরং এটি সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্য ও প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার অবকাশ তৈরি করছে। রাজনৈতিক দল পরিচালনা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়-এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নির্বাচন পরিচালনা, কর্মী সংগঠন, প্রচার, সভা-সমাবেশ, জনসংযোগ-সব ক্ষেত্রেই অর্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যখন একটি দল দেশের অধিকাংশ আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য দলগুলির পক্ষে সমান প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায় এবং রাজনীতির ময়দানে এক ধরনের অসম লড়াই তৈরি হয়। ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাসে এমন বৈষম্য আগে খুব একটা দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর বহু দশক ধরে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দল আর্থিক দিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় রেখে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছে। বড় দলগুলির আয় তুলনামূলক বেশি হলেও অন্য দলগুলিরও নিজেদের সংগঠন চালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ ছিল। কিন্তু গত এক দশকে রাজনৈতিক অর্থের প্রবাহে যে পরিবর্তন এসেছে, তা নজরকাড়া। কর্পোরেট সংস্থা ও বড় দাতাদের অনুদানের বড় অংশ এখন একটি নির্দিষ্ট দলের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা দল সাধারণত বেশি অনুদান পায়। কারণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও শিল্পপতিরা এমন দলকেই সমর্থন করতে আগ্রহী হন, যারা ক্ষমতায় রয়েছে বা ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক অনুদান ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা বড় দলগুলির পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গোপন অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে দাতাদের পরিচয় প্রকাশ না করেও বিপুল অর্থ রাজনৈতিক দলে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছতার প্রশ্ন যেমন উঠেছে, তেমনই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। একটি দল যখন বিপুল অর্থের মালিক হয়, তখন তারা প্রচার, বিজ্ঞাপন, জনসভা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে পারে। আজকের যুগে রাজনীতির বড় অংশই গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেখানে প্রচারের শক্তি যত বেশি, জনমত প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তত বেশি। ফলে আর্থিক শক্তি ক্রমশ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই বাস্তবতা গণতন্ত্রের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে-রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব কতটা হওয়া উচিত? গণতন্ত্রের মূল দর্শন অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের ভোট সমান মূল্যবান। কিন্তু যদি রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্র অর্থের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তবে সেই সমতার ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ যাদের কাছে বেশি অর্থ আছে, তারা জনগণের সামনে নিজেদের বার্তা অনেক বেশি জোরালোভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতি শুধু বিরোধী দলগুলির জন্যই নয়, সাধারণ নাগরিকদের জন্যও চিন্তার বিষয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মতাদর্শ, নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে প্রতিযোগিতা থেকেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু যদি অর্থনৈতিক শক্তির কারণে একটি দল ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে এবং অন্য দলগুলি পিছিয়ে পড়ে, তবে সেই বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক অর্থায়নের প্রশ্নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তাই অত্যন্ত জরুরি। নাগরিকদের জানা প্রয়োজন, কোন উৎস থেকে কত অর্থ রাজনৈতিক দলগুলির হাতে পৌঁছাচ্ছে এবং সেই অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক অনুদানের উপর কঠোর নিয়ম রয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট সীমার বেশি অনুদান দেওয়া যায় না এবং প্রতিটি অনুদানের উৎস প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। এর উদ্দেশ্য হল রাজনীতিকে অতিরিক্ত কর্পোরেট প্রভাব থেকে দূরে রাখা। ভারতেও রাজনৈতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, অনুদান ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। একই সঙ্গে ছোট ও আঞ্চলিক দলগুলির জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও প্রয়োজন। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি তখনই বজায় থাকে, যখন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক হয়। তবে এটাও সত্য যে কোনো রাজনৈতিক দল যদি সংগঠন, কর্মসূচি ও নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে, তবে তারা স্বাভাবিকভাবেই বেশি সমর্থন পাবে। আর্থিক সমর্থনও তার একটি অংশ। কিন্তু সেই সমর্থন যদি এমন মাত্রায় পৌঁছায় যে পুরো রাজনৈতিক পরিসর একতরফা হয়ে যায়, তখন তা গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের জন্য উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। আজকের ভারতের রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচন যত ব্যয়বহুল হচ্ছে, ততই বড় তহবিলের প্রয়োজন বাড়ছে। এই প্রবণতা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

“ইশ্বর ইচ্ছায় সবই হয় ঠিকই যেমন এই কথাটি, করেন না-কো ঠিকই সেটা বিধির সাথে মেলে না যেটা।’’

এই বাণীর মূল বক্তব্য হল, মানুষের ইচ্ছা থাকলেই সব কিছু করা উচিত নয়। মানুষের মন অনেক সময় নানা কামনা ও আকাঙ্ক্ষায় ভরে থাকে। কিন্তু সেই ইচ্ছাগুলি যদি নৈতিকতা, সত্য এবং বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা বাস্তবে করা উচিত নয়। অর্থা মানুষকে নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং বিচার করতে হবে কোন কাজটি সত্যিই সঠিক। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দরে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের স্বাধীনতা মানে ইচ্ছামতো সবকিছু করা নয় বরং সেই স্বাধীনতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। অনেক সময় মানুষ মনে করে, নিজের ইচ্ছাই সর্বস্ব। কিন্তু সেই ইচ্ছা যদি অন্যের ক্ষতি করে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে অথবা নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায়, তবে তা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। এই বাণীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কথা। এখানে বিধি বলতে শুধু ধর্মীয় নিয়ম নয়, বরং প্রকৃতির নিয়ম, নৈতিকতার নিয়ম এবং মানবসমাজের কল্যাণের নিয়মকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের প্রতিটি কাজ যদি এই বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই কাজ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে শান্তি ও উন্নতি নিয়ে আসে। কিন্তু যদি সেই নিয়মের বিরুদ্ধে যায়, তবে তা শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনে। বর্তমান যুগে এই বাণীর গুরুত্ব আরও বেশি। আধুনিক সমাজে মানুষ অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ ও তাৎক্ষণিক লাভের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ উপেক্ষিত হয়। এই পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের এই বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবনের প্রকৃত সাফল্য আসে সপথে চলার মাধ্যমে। অতএব শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই বাণী শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষা নয়, বরং একটি বাস্তব জীবনদর্শন। এটি মানুষকে শেখায় কীভাবে নিজের ইচ্ছাকে সংযত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হয়। তাঁর এই বাণী মানুষের চরিত্র গঠন, সমাজের সুস্থ বিকাশ এবং মানবকল্যাণের জন্য আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্নার রাজনীতি ও আস্থার প্রশ্ন

কৌশিক সরকার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতিবাদের ভাষা কখনও মিছিল, কখনও সভা, আবার কখনও দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান কর্মসূচি বা ধরনা। এই প্রতিবাদের ধারাই বারবার রাজনীতির গতিপথ বদলেছে। সেই ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাম সিঙ্গুর আন্দোলন। জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন শুধু একটি শিল্প প্রকল্পের বিরোধিতা ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার এক বৃহত্তর প্রতীক। সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরের মাটি থেকে যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল, তার মূল অস্ত্র ছিল রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ, দীর্ঘ অনশন এবং ধরনা। সময়ের স্রোতে বহু বছর কেটে গেছে, রাজনৈতিক সমীকরণও অনেক বদলেছে, কিন্তু ধরনার সেই রাজনীতি এখনও বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে রয়ে গেছে। সিঙ্গুরের ঘটনা আজ ইতিহাসের অংশ। তখনকার রাজ্য সরকারের শিল্পায়নের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যখন কৃষক ও স্থানীয় মানুষজনের ক্ষোভ জমতে শুরু করেছিল, তখন সেই ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনীতির লড়াই কেবল বিধানসভা বা সংসদের ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়। রাস্তায় নামতে হয়, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়, এবং সেই সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হয়। সিঙ্গুরে তাঁর অনশন ও ধরনা শুধু রাজনৈতিক প্রতীকই ছিল না, তা ছিল এক ধরনের নৈতিক অবস্থান। সেই আন্দোলন ধীরে ধীরে রাজ্যের রাজনীতিকে বদলে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার পালাবদলের পথ তৈরি করে। রাজনীতিতে আস্থা অর্জন সবচেয়ে কঠিন কাজ। মানুষের বিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না। দীর্ঘ সংগ্রাম, ধারাবাহিক অবস্থান এবং জনস্বার্থের প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব মানুষের মনে আস্থার ভিত্তি তৈরি করে। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আস্থার ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সেই সময় তাঁর ধরনা ও অনশন ছিল মানুষের কাছে প্রতিবাদের এক শক্তিশালী প্রতীক। বহু মানুষ মনে করেছিলেন, তাঁদের কথা বলার মতো একজন নেতা অবশেষে সামনে এসেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রেক্ষাপটও বদলেছে। একসময়ের আন্দোলনকারী নেতা আজ প্রশাসনের দায়িত্বে। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে বিরোধিতা, সংঘাত এবং তদন্তের প্রশ্ন কখনও থেমে থাকে না। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আবারও ধরনার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ধরনা কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং তা রাজনৈতিক বার্তাও বহন করে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের ভাষা সবসময় শক্তিশালী। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন কিংবা শ্রমিক আন্দোলন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে বাংলার রাজনৈতিক চেতনা। তাই যখন কোনও নেতা ধরনার পথ বেছে নেন, তখন তা শুধু রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গেও এক ধরনের সংযোগ তৈরি করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার সেই পথেই ফিরে গেছেন। তিনি জানেন, রাজনীতিতে প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরনা বা অবস্থান কর্মসূচি এমন এক প্রতীক, যা সাধারণ মানুষের মনে সহজেই পৌঁছে যায়। এই ধরনের কর্মসূচি রাজনীতিকে আবার রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ায়। ফলে রাজনৈতিক বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাজনীতির এই কৌশলকে সবাই একইভাবে দেখেন না। সমালোচকরা বলেন, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ধরনার রাজনীতি এক ধরনের বৈপরীত্য তৈরি করে। কারণ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যার হাতে, তাঁর কাছেই সমাধানের আশা থাকে। আবার অন্যদিকে সমর্থকদের যুক্তি হল, যখন কোনও বাহ্যিক চাপ বা রাজনৈতিক সংঘাত তৈরি হয়, তখন প্রতিবাদের অধিকার সবারই আছে। তাই এই ধরনাকে তারা গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ হিসেবেই দেখেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্ন নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে বহুবার এই প্রশ্নে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কখনও নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক, কখনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ-সব মিলিয়ে ভোটকে ঘিরে রাজনীতি সবসময় তীব্র। কারণ ভোট শুধু সরকার গঠনের উপায় নয়, এটি মানুষের মত প্রকাশের সবচেয়ে বড় অধিকার। সেই অধিকার নিয়ে যখন সন্দেহ বা আশঙ্কা তৈরি হয়, তখন রাজনীতির ময়দান স্বাভাবিকভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে সেই আশঙ্কার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে গণতন্ত্রের শক্তি মানুষের হাতে, আর সেই শক্তির মূল উৎস হল ভোট। যদি সেই ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তিনি এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রশ্ন হিসেবে দেখছেন না, বরং তা মানুষের অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরছেন। রাজপথে বসে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত তাই একটি প্রতীকী পদক্ষেপও বটে। এই প্রতীক মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়-রাজনীতি শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং তা অধিকার রক্ষার সংগ্রামও। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ এবং শক্তিশালী। খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজপথ বড় ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মতলার মাটি সেই ইতিহাসেরই সাক্ষী। এই জায়গা বহু আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে এসে নিজেদের দাবি জানিয়েছেন। তাই ধর্মতলায় বসে আন্দোলন করা শুধু একটি কৌশল নয়, বরং তা এক ধরনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও বহন করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারাকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছেন। তবে এই অবস্থানের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। রাজনীতিতে প্রতিটি পদক্ষেপই একটি বার্তা বহন করে। এই বার্তা কখনও সমর্থকদের উদ্দেশে, কখনও বিরোধীদের উদ্দেশে, আবার কখনও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে। ধর্মতলায় তাঁর উপস্থিতি তিন দিকেই সেই বার্তা পাঠাচ্ছে। সমর্থকদের কাছে এটি সংগ্রামের ডাক, বিরোধীদের কাছে এটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, আর সাধারণ মানুষের কাছে এটি অধিকার রক্ষার আহ্বান। এই ধরনের আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আবেগ। বাংলার রাজনীতিতে আবেগের প্রভাব সবসময়ই প্রবল। মানুষ অনেক সময় যুক্তির পাশাপাশি অনুভূতির ভিত্তিতেও রাজনৈতিক অবস্থান নেন। যখন কোনও নেতা রাজপথে বসে আন্দোলন করেন, তখন সেই দৃশ্য মানুষের মনে আবেগ তৈরি করে। তারা মনে করেন যে নেতা তাঁদের জন্য লড়াই করছেন। এই আবেগই অনেক সময় রাজনৈতিক সমর্থনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। কিন্তু একই সঙ্গে বাস্তবতার প্রশ্নও থেকে যায়। আন্দোলন যতই শক্তিশালী হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রত্যাশা থাকে সমস্যার সমাধান। তাই এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করবে কতটা তা মানুষের উদ্বেগকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে এবং সেই উদ্বেগের সমাধানের পথ দেখাতে পারে। রাজনীতি শুধু প্রতীক বা আবেগের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাকে বাস্তব ফলাফলও দিতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন দেখলে বোঝা যায় যে তিনি আন্দোলনের শক্তিকে ভালোভাবেই বোঝেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলায় তিনি বারবার রাজপথে নেমেছেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে যে মানুষের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল সরাসরি আন্দোলন। তাই প্রশাসনের দায়িত্বে থেকেও তিনি সেই পথকে পুরোপুরি ছেড়ে দেননি। এই অবস্থান তাই শুধু একটি দিনের প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তার অংশ। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই শক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে রাজপথেও নামতে হবে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই বার্তা নতুন নয়, কিন্তু তা এখনও প্রাসঙ্গিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির পদ্ধতি বদলায়, কিন্তু কিছু প্রতীক অটুট থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে রাজপথ সেই চিরন্তন প্রতীক। এখানে আঃদোলন মানেই শুধু প্রতিবাদ নয়, বরং তা মানুষের অংশগ্রহণের এক উৎসবও বটে। ধর্মতলায় বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান সেই ঐতিহ্যেরই নতুন প্রকাশ। সিঙ্গুর আন্দোলনের স্মৃতি এখনও বাংলার মানুষের মনে গভীরভাবে রয়েছে। সেই আন্দোলন দেখিয়েছিল, ধারাবাহিক প্রতিবাদ কীভাবে একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো বারবার ধরনার পথকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এই পদ্ধতি জনমত গঠনে কার্যকর বলে মনে করা হয়। বাংলার রাজনীতিতে আস্থার প্রশ্ন সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এমন নেতাকে সমর্থন করতে চান, যিনি তাঁদের পাশে দাঁড়ান। সেই পাশে দাঁড়ানোর প্রতীক হিসেবে ধরনা বা অনশন বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে এটি শক্তিশালী। বিশেষ করে যখন কোনও বিষয়কে নৈতিক লড়াই হিসেবে তুলে ধরা হয়, তখন এই ধরনের কর্মসূচি মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। তবে এর আরেকটি দিকও রয়েছে। রাজনীতিতে প্রতীক যতই শক্তিশালী হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষের বিচার নির্ভর করে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর। প্রশাসনিক কাজ, উন্নয়নের ফলাফল এবং জনজীবনের পরিবর্তন-এই সবই মানুষের আস্থার ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই শুধুমাত্র ধরনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন আস্থা ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেই আস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাস্তব কাজেরও প্রয়োজন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আন্দোলন। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে সংসদের লড়াই, আবার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-সব ক্ষেত্রেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়েছে যে রাজনীতির ময়দানে কখন কোন কৌশল ব্যবহার করতে হয়। তাই প্রয়োজনে প্রশাসনিক ভূমিকা, আবার প্রয়োজনে আন্দোলনের ভূমিকা-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা দেখা যায়। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আবেগের ভূমিকা অনেক বড়। মানুষ অনেক সময় যুক্তির পাশাপাশি অনুভূতির ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নেন। ধরনার মতো কর্মসূচি সেই আবেগকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ এটি সরাসরি মানুষের সামনে ঘটে, এবং নেতা নিজেকে সংগ্রামের অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। ফলে রাজনৈতিক বার্তা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠে আসে, রাজনীতির এই পদ্ধতি কতটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশাও বাড়ে। শুধু প্রতিবাদ নয়, সমাধানের দিকেও নজর দিতে হয়। তাই ধরনার রাজনীতি যতই প্রভাবশালী হোক, তা শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। সিঙ্গুর আন্দোলনের পর বাংলার রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে থাকবে। সেই আন্দোলন দেখিয়েছিল, সাধারণ মানুষের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি হতে পারে। সেই অভিজ্ঞতাই হয়তো আজও রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। আস্থার প্রশ্নে রাজনীতি সবসময় সংবেদনশীল। মানুষের বিশ্বাস হারানো যত সহজ, তা ফিরে পাওয়া তত কঠিন। তাই কোনও নেতা যখন আবার ধরনার পথ বেছে নেন, তখন তার লক্ষ্য থাকে মানুষের সঙ্গে সেই আবেগের সংযোগ পুনরুদ্ধার করা। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম, যা সরাসরি মানুষের অনুভূতিকে স্পর্শ করে। বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট-এই রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে আন্দোলনের ভূমিকা কখনও কমেনি। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ধরনা এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সিঙ্গুর থেকে শুরু হওয়া সেই প্রতীকী রাজনীতি আজও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতির মূল শক্তি মানুষের আস্থা। সেই আস্থা অর্জন করা যেমন কঠিন, তেমনি তা ধরে রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ। ধরনার মতো প্রতীকী কর্মসূচি সেই আস্থা অর্জনের একটি পথ হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় বাস্তব কাজ এবং জনস্বার্থের প্রতি প্রতিশ্রুতি। বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে এই দুইয়ের সমন্বয়ই আগামী দিনের রাজনীতিকে নির্ধারণ করবে।

নীতীশ-শূন্যতার সামনে বিহারের রাজনীতি

অনিকেত নস্কর

বিহারের রাজনীতিতে নীতীশ কুমারের নাম দীর্ঘদিন ধরে এক বিশেষ স্থানে অবস্থান করে এসেছে। তিনি শুধু একজন মুখ্যমন্ত্রী নন, বরং গত দুই দশকের বিহারের রাজনৈতিক স্থিতি, প্রশাসনিক দিকনির্দেশ এবং জোট রাজনীতির এক প্রধান নির্মাতা। সেই কারণেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে এখন যে প্রশ্নটি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, তা হল-নীতীশ কুমারের পরে বিহারের রাজনীতিতে যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হবে, তা কে পূরণ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরই আগামী দিনের বিহারের নতুন রাজনৈতিক কাহিনি লিখবে। নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজবাদী আন্দোলনের ধারায় রাজনীতিতে প্রবেশ এবং পরে ধীরে ধীরে প্রশাসনিক নেতৃত্বের আসনে উঠে আসা-এই দীর্ঘ পথচলায় তিনি একাধিক রাজনৈতিক বাঁক পার করেছেন। কখনও তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের সঙ্গে থেকেছেন, আবার কখনও বিরোধী জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অনেক সময় সমালোচকরা তাঁকে সুযোগসন্ধানী বলে আখ্যা দিয়েছেন, আবার সমর্থকেরা বলেছেন তিনি বাস্তববাদী রাজনীতির প্রতীক। কিন্তু বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, একটি বিষয় অস্বীকার করা যায় না-বিহারের রাজনীতিতে নীতীশ কুমার এমন এক কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার উপস্থিতি বহু রাজনৈতিক সমীকরণকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। গত প্রায় দুই দশক ধরে বিহারের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো অনেকাংশেই তাঁর নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা, সড়ক যোগাযোগের প্রসার, মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে বিশেষ কর্মসূচি এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব বা।ানো-এই সব উদ্যোগ তাঁর শাসনামলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বিহারের বহু মানুষ মনে করেন, অরাজকতার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে রাজ্যকে একটি তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজনীতির নিয়মই হল পরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব বদলায়, নতুন প্রজন্ম সামনে আসে। নীতীশ কুমারের বয়স এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন তুলছে যে তাঁর পরবর্তী অধ্যায় কী হতে চলেছে। আর সেই সম্ভাব্য শূন্যতাই আজ বিহারের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়। এই শূন্যতা শুধু একজন নেতার অনুপস্থিতি নয় বরং এটি একটি রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সম্ভাবনা। কারণ বিহারের বর্তমান রাজনীতিতে অনেক সমীকরণ নীতীশ কুমারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তিনি কখনও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেছেন, কখনও আবার নিজেই সেই সমীকরণকে নতুন করে সাজিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। বিহারের রাজনীতিতে কয়েকটি শক্তি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রয়েছে। একদিকে রয়েছে জাতীয় স্তরের বৃহৎ দল, অন্যদিকে রয়েছে আঞ্চলিক শক্তি, যারা সামাজিক সমীকরণকে ভিত্তি করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। নীতীশ কুমার এই দুই শক্তির মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। অনেক সময় তিনি বৃহ দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন, আবার কখনও আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। এই কৌশল তাঁকে দীর্ঘদিন ক্ষমতার কেন্দ্রে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাঁর পরে সেই ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে না। কারণ বিহারের সমাজ কাঠামো অত্যন্ত জটিল। জাতিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন স্তরের সমীকরণ এখানে রাজনীতির চালিকাশক্তি। একজন শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ নেতা এই সমীকরণকে সামাল দিতে পারেন। কিন্তু নতুন নেতৃত্ব সেই দায়িত্ব কতটা দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে বিরোধী শক্তিগুলিও এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের দিকে গভীর নজর রাখছে। তারা জানে, নীতীশ-পরবর্তী সময় বিহারের রাজনীতিতে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। যদি ক্ষমতার কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করবে। ফলে আগামী দিনে বিহারের রাজনীতি আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে-নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কে বহন করবে? তাঁর দলের ভিতরে কি এমন কোনও নেতা আছেন, যিনি তাঁর মতো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন? নাকি নতুন প্রজন্মের কোনও মুখ সামনে এসে রাজনীতির নতুন দিশা দেখাবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও অনিশ্চিত। রাজনীতিতে উত্তরাধিকার সবসময় সরলরৈখিক হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, একজন শক্তিশালী নেতার পর দল দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার কখনও নতুন নেতৃত্ব অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে এসে সংগঠনকে নতুন প্রাণ দেয়। বিহারের ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, এটা নিশ্চিত যে নীতীশ-পরবর্তী সময় রাজ্যের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। বিহারের মানুষও সেই পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা একটি নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে প্রশাসন ও রাজনীতিকে দেখেছে। এখন তারা জানতে চায় ভবিষ্যতে রাজ্যের পথ কোন দিকে যাবে। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এই মৌলিক প্রশ্নগুলির সমাধানই শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিহারের রাজনীতিতে নীতীশ কুমারের সম্ভাব্য অনুপস্থিতি একটি বিশাল গর্তের মতো। সেই গর্ত শুধু ব্যক্তিগত নেতৃত্বের নয়, বরং একটি রাজনৈতিক যুগের সমাপ্তির ইঙ্গিত। এই শূন্যতা কীভাবে পূরণ হবে, কোন শক্তি নতুন দিশা দেখাবে, এবং রাজ্যের মানুষ কোন নেতৃত্বকে গ্রহণ করবে-এই সব প্রশ্নের উত্তরই আগামী দিনের বিহারের নতুন গল্প লিখবে। ইতিহাস আমাদের শেখায় যে রাজনীতি কখনও শূন্যস্থান পছন্দ করে না। যেখানে শূন্যতা তৈরি হয়, সেখানে নতুন শক্তি দ্রুত জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করে। বিহারের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু সেই নতুন শক্তি কতটা স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও সামাজিক সাম্য বজায় রাখতে পারবে, সেটাই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

যুদ্ধশেষে প্রতিহিংসার ছায়ার অন্দরে ইরান

সুপ্রকাশ পাত্র

যুদ্ধের সমাপ্তি অনেক সময় শান্তির সূচনা করে না বরং নতুন উত্তেজনা, ক্ষোভ এবং প্রতিহিংসার বীজ বপন করে যায়। ইতিহাসে এমন উদাহরণ বহুবার দেখা গেছে। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংঘাত ও তার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে যে উদ্বেগ বাড়ছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে ইরান। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইরান আরও কঠোর, আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে-এমন আশঙ্কা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আলোচনায়। এই আশঙ্কা কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ মনোভাবের বিষয় নয় বরং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির উপর তার গভীর প্রভাব পড়তে পারে। ইরান বহু দশক ধরেই পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ধর্মীয় আদর্শ, জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা-এই তিনটি উৎপাদান মিলে ইরানের নীতি নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন ধরে নানা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক চাপ এবং সামরিক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে দেশটি এগিয়েছে। ফলে ইরানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক ধরনের অবরুদ্ধ মানসিকতা তৈরি হয়েছে। সেই মানসিকতা প্রায়শই প্রতিরোধের ভাষায় প্রকাশ পায়, আবার কখনও তা প্রতিহিংসার আকার ধারণ করে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই মানসিকতাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। যখন একটি দেশ নিজেকে আক্রমণের শিকার বলে মনে করে, তখন তার জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ জন্মায়। সেই ক্ষোভকে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্যের শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু সেই শক্তি যদি কূটনৈতিক সংযমের বদলে প্রতিশোধের পথে পরিচালিত হয়, তবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে.ওঠে। ইরানের ক্ষেত্রেও এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুদ্ধের ফলে যদি দেশের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়, তবে সেই ক্ষত সহজে মুছে যায় না। ইতিহাসে দেখা গেছে, যুদ্ধোত্তর ক্ষোভ অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অবস্থানকে কঠোর করে তোলে। নেতারা তখন জনগণের আবেগকে সামনে রেখে আরও দৃঢ় ও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে পারেন। এই পরিস্থিতির একটি বড় দিক হল আঞ্চলিক রাজনীতিতে ইরানের ভূমিকা। পশ্চিম এশিয়ার বহু সংঘাতে ইরান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শক্তিকে সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। যদি যুদ্ধের পর ইরান আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে, তবে সেই সমর্থন আরও সক্রিয় হতে পারে। এতে আঞ্চলিক সংঘাতের জটিলতা আরও বাড়বে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা একটি দেশের নিরাপত্তা ভাবনাকে বদলে দেয়। ইরানের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন ঘটতে পারে। তারা হয়তো মনে করতে পারে যে ভবিষ্যতে এমন আক্রমণ ঠেকাতে হলে আরও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই মানসিকতা যদি প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে যায়, তবে তা নতুন উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে। তবে বিষয়টির আরেকটি দিকও রয়েছে। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ অনেক সময় মানুষকে শান্তির মূল্যও উপলব্ধি করায়। দীর্ঘ সংঘাতের পর অনেক সমাজই বুঝতে পারে যে স্থায়ী উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই একমাত্র পথ।

‘প্রয়োজন হলে কব্জি কেটে নেওয়া হবে’

নেতার মন্তব্যে তুঙ্গে তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গলসি, ৬ মার্চঃ দলের কর্মীকে মারধরের ঘটনায় পাল্টা কব্জি কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার। পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে বিজেপির দুই কর্মীকে মারধরের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভের মধ্যেই তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা রাজু পাত্র। বিধানসভা ভোটের আবহে বিজেপি নেতা বলেন, ‘‘পাল্টা মানে গুড় বাতাসা বা মিষ্টি দেবেন না। কর্মীদের মাথায় স্টিচ পড়লে তার পা হাত ভেঙে, প্রয়োজন হলে হাতের কব্জি কেটে নেবে।’’ তার মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা। গত ৩ মার্চ গলসির মহড়া গ্রামে বিজেপি কর্মী বাপন কারক ও হেমন্ত ঘোষকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বিরুদ্ধে। মেরে মাথা ও পা ফাটিয়ে দেওয়া হয় হেমন্তর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে আদ্রাহাটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের বর্ধমান

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই পুলিশ লক্ষণ ঘোষ ওরফে সুশীল নাম একজনকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে কব্জি কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারির পাল্টা তোপ দেগেছে গলসি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শৈলেন হালদার। তিনি জানান, এক মহিলার শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করে তাঁর পরিবারের লোক। এখানে কোনও রাজনীতি নেই। কব্জি কেটে নেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘একটা সময় সিপিএম-কংগ্রেস ও তৃণমূলের লোকেদের কব্জি কেটে দিত। যিনি এই কথা বলেছেন তাঁর অতীত ঘাঁটলে দেখা যাবে তাঁর শরীরে বামেদের রক্তই বয়েছে।’’

ভোটাধিকার রক্ষায় পূর্বস্থলী-১ ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বাইক র‍্যালি

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ মার্চঃ বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখার দাবিতে পূর্বস্থলী-১ ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার বিদ্যানগর মোড় থেকে শুরু হয়ে এই বাইক র‍্যালি সমুদ্রগড় ধোবা পর্যন্ত অতিক্রম করে। র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক যুব কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। র‍্যালি চলাকালীন কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তারা বাংলার ভোটাধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বার্তা তুলে ধরেন। পুরো পথজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও ব্যানারে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী-১ ব্লকের যুব সভাপতি আলিম মল্লিক, ব্লকের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে এবং রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বক্তৃতায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা দলের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যেই যুব সমাজকে সঙ্গে নিয়ে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। নেতৃত্বের বক্তব্যে আরও বলা হয়, বাংলার উন্নয়ন ও শান্তি বজায় রাখতে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই বাইক র‍্যালি সেই ঐক্য ও সচেতনতারই প্রতিফলন। কর্মসূচির শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও মানুষের অধিকার রক্ষা এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ট্র্যাফিক পুলিশের বুথে উঁকি দিয়েই শিউরে উঠলেন সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ৬ মার্চঃ ট্র্যাফিক পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ। ট্র্যাফিক পুলিশ ওই বুথ এখন ব্যবহার করে না। আর সেই পরিত্যক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ থেকেই শুক্রবার সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। ট্র্যাফিক পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন সকালে ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িগামী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ নম্বর সড়কের মাঝখানে অবস্থিত জেলা পুলিশের ট্র্যাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে নজর পড়তেই চমকে উঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথের ভেতর ময়না বিছানা। সেখানে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেছিলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা বুঝতে পারেন, ওই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় বহু মানুষ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। জেলা পুলিশের তৈরি ট্র্যাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথটি কেন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল? কীভাবে সেই বন্ধ ঘরের ভিতরে একজন ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়ে থাকলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ট্র্যাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এবং তার তালা খোলা। সেই সুযোগে ওই ভবঘুরে ব্যক্তি সেখানে বসবাস করতেন। এদিন সকালেই তাঁকে সেখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিশ্বজিৎ পাল নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ওই ব্যক্তি রাস্তাঘাট থেকে প্লাস্টিক কুড়োতেন।

স্টেশন আছে, দেড় দশকেও স্টপেজ জোটেনি, আন্দোলনের পথে ৪০টি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ মার্চঃ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ২০১০ সালে স্টেশন তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন বাঁকুড়ার সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার উদ্যোগে আপ, ডাউন মিলিয়ে ৪টি ট্রেনের স্টপেজ দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় দশক। নতুন করে একটি ট্রেনের স্টপেজও জোটেনি। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় ৪০ থেকে ৪৫টি গ্রামের মানুষের প্রতীক্ষার বাঁধ ভাঙছে। পরিকল্পনা চলছে জোরদার বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, কিন্তু নির্বাচন মিটে গেলে আর কেউ ফিরেও দেখেননি এলাকার হাজার হাজার মানুষের ওই দাবির দিকে। ফলে গত দেড় দশকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আদ্রা খড়্গপুর শাখায় ট্রেনের সংখ্যা দ্বিগুণ হলেও কালিসেন স্টেশন আজও পড়ে রয়েছে ২০১০ সালের পরিষেবা নিয়েই। ২০১০ সালে আপ ও ডাউন মিলিয়ে যে ৪টি ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হত, আজও তাই রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি যে

আন্দোলনের। পাশাপাশি ভোটের মুখে চড়ছে রাজনৈতিক তাপ উত্তাপের পারদও। গত দেড় দশকে লোকসভা, বিধানসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে কমপক্ষে ৯টি নির্বাচন এসেছে। রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। স্থানীয় ওন্দা বিধানসভা এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে বারংবার মুখ ও পতাকা বদলও ঘটেছে। প্রতি নির্বাচনের মুখে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের কালিসেন, মুড়াকাটা, মনিপুর, শালিহান সহ ৪০ থেকে ৫০টি গ্রামের মানুষকে শাসক ও বিরোধী দলের নেতা ও প্রার্থীরা ভোট ভিক্ষা করতে গিয়ে কালিসেন স্টেশনে ট্রেনের স্টপেজ ৪টি ট্রেন কালিসেন স্টেশনে থামে সেগুলির সময়সূচীও এমন যে তা এলাকার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেমন কাজে লাগেনা। তাই ওই স্টেশনে ট্রেনের স্টপেজ বৃদ্ধির দাবি নিয়ে বারবার তাঁরা ছুটে গিয়েছেন বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে রেল ও প্রশাসনের দরজায় দরজায়। কিন্তু তাঁদের কথা শোনেনি কেউ। অগত্যা ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে জোরদার আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করছেন কালিসেন স্টেশন সংলগ্ন ৪০ থেকে ৫০টি গ্রামের মানুষ। ভোটের মুখে এই দাবি নিয়ে চাছে রাজনৈতিক তাপ উত্তাপও।

চিকিৎসক নিয়োগেও ব্যাপক বেনিয়ম?

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ মার্চঃ শিক্ষক নিয়োগের পর এবার রাজ্যে চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ উঠল। নিয়ম অনুযায়ী কাউন্সেলিং না করে সদ্য নিযুক্ত সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার ও মেডিক্যাল অফিসারদের মোতায়েন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে খোদ স্বাস্থ্য সচিবের দ্বারস্থ হল চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম। রাজ্যে সম্প্রতি ১২০০ জন মেডিক্যাল অফিসার ও ৯৩০ জন রেসিডেন্ট ডাক্তার নিয়োগ করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সেই তালিকা প্রকাশ হতেই সরব হয়েছে চিকিৎসক সংগঠন।

RAMSAGAR GRAM PANCHAYAT
Ramsagar, Onda, Bankura

Notice Inviting e-Tender No:
NIeT No. 13/2025-26 (2026_ZPHD_1010753)
NIeT No. 14/2025-26 (2026_ZPHD_1018848)
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 04 (four) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **21st March, 2026 at 18:00 hrs.** For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Ramsagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGNAN-1 GRAM PANCHAYAT
BAGNAN, P.O-BAGNAN, P.S.-BAGNAN, DIST.- HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDERNo:
(1) WB/HOW/BAGI GP/NIET-05/15th FC/25-26,
(2) WB/HOW/BAGI GP/NIET-06/15th FC/25-26
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 4(Four) Nos. similar works. Source of Fund: 15th FC. Last date of dropping of Sealed Tender FormOn or before **13/03/2026 (up-to 6.00 PM)**. Date of Opening of Tender **16/03/2026 (At 11 A.M.)**. For details visit office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan**
Bagnan-I GramPanchayat

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ41/2025-26 to WBPWD/EE/JED/NIQ43/2025-26
Bid submission last date: **09/03/2026 upto 12:00 PM**
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ44/2025-26 to WBPWD/EE/JED/NIQ46/2025-26
Bid submission last date: **09/03/2026 upto 12:00 PM**
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-67/D.M./ENGG/2025-26 (2nd call) DATED-05/03/2026
E-NIT no-62/D.M./ENGG/(HEALTH)/2025-26 (2nd call) Dated- 05/03/2026
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ47/2025-26 to WBPWD/EE/JED/NIQ49/2025-26
Bid submission last date: **09/03/2026 upto 12:00 PM**
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৮৯-২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এক (০১) বছরের জন্য কলকাতা টার্মিনাল থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলির যাত্রাপথে এসি পরিচালনা, মেরামতি, রেকর্ড কিপিং, এইচওজি এবং অন্য কাপলিং লাগানো ও খোলা এবং এসি এবং নন এসি কোচে রেলমদদ-এ মনোযোগ দেওয়া, রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজন হলে ওইডি-কে সাহায্য করার জন্য এসি কোচে এস্কর্টিং ডিউটির জন্য দক্ষ এবং অদক্ষ সাহায্যকারীদের আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৭৫,৯৮,২৫৭.০৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪,৮৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি - ১৩০৪ - ২০২৫ - ২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনি, স্টেশন, ইয়ার্ড ইত্যাদিতে ইউজি কেবল দ্বারা ওএইচ লাইনের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৮০,১৯৬ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,৭১,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩০৫-২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** নৈহাটীতে আরওএইচ শেডে সিএনসি সারফেস হুইল লেদে বিদ্যুৎ সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৯,৭৭৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১৮,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৩ মাস। **ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১২৭২-২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** নুঙ্গী ও ব্রেস ব্রীজ স্টেশনে নতুন ইলেক্টনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বিদ্যমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৪,৭২,৩৪৯.২০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,০৯,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৫ মাস। **ক্রঃ নং - ৫। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩০১-২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** মাঝেরহাট স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বিদ্যমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,২৬,৫২৭.৮০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৫০,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১-এর জন্য ২৬.০২.২০২৬ এবং ক্র. নং. ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর জন্য ২৭.০২.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ এর জন্য ২৭.০৩.২০২৬, দুপুর ৩টায়, ক্র. নং. ২ ও ৩ এর জন্য ২৩.০৩.২০২৬, দুপুর ২টায় এবং ক্র. নং. ৪ ও ৫ এর জন্য ০১.০৪.২০২৬, দুপুর ২টায়। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।
(SDAH-429/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT
Namkhana, South 24 Pgs.
NIT NO.- 42/SGP/2026, Date-6/03/2026, Last date of Submission On or before **11/03/2026 (up-to 04.30PM)** Date of Opening-**13/03/2026 (From 04.30 P.M).** (For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**)
Sd/- **Pradhan**
Shibrampur Garm Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৬_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/সি/ হাওড়া ঃ কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন)/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে/অন্য ডিভিসনে যে কোনো অবস্থানে ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী যান্ত্রিক বোঝাই, খালাস ও স্তুপ করা, বাছাই ইত্যাদির সঙ্গে ৩০এম লিডের মধ্যে সকল লিড, লিফ্ট, একের বেশি ট্র্যাক ক্রশিং সহ টেলর ব্যবহারের প্রয়োজনযুক্ত নানা ধরনের পি. ওয়ে সামগ্রী যেমন রেল, সুইচ, ক্রশিং ইত্যাদির এবং ট্র্যাক ব্যবহারের প্রয়োজনযুক্ত ইআরসি, বোল্ট ও নাট, বিয়ারিং প্লেট এবং অন্য পি. ওয়ে সামগ্রী ও ট্র্যাক মেশিন যন্ত্রাংশ যেমন কনভেয়ার বেল্ট, ভালভ, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদির পরিবহন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,০৩,৭৭,৭৩৭.২৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,০১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-676/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Ashuti-II Gram Panchayat
(THAKURPUKUR MAHESHTALA PANCHAYAT SAMITY)
Notice Inviting e-Tender
Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. 10A-II GP/25-26 (Sl. No 01 to 07), Dt-27/02/26 for Construction of CC Road under 15th FC Fund. Bid Submission last dt-11/03/2026, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

OFFICE OF THE PRADHAN LAGDA GRAM PANCHAYAT
VILL-BELKURI P.O:-BELKURI ASHRAM, Dist.: PURULIA
NOTICE INVITING TENDER No.: 04/LGP/2025-26, Date: 05.03.2026
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 15 (Fifteen) Nos. different works. DATE & TIME OF DROPPING TENDER FORM: **13/03/2026 UPTO 1.30PM.** DATE & TIME OF OPENNING OF TENDER PAPER: **13/03/2026 2.00PM ONWARDS.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- **Prodhan**
Lagda Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী
পূর্বে প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার নোটিস নং এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/৯-২০২৬ যা বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিগ দ্বারা আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-পাবলিশ করা হয়েছে ‘‘এসএসই/সিগ/কেএনএপি/আইসি-র অধীনে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার ব্লু লাইনে কেএনসিএস সহ কেসিডব্লুসি থেকে কেডিএসডব্লু পর্যন্ত সিগন্যালসমূহ, পয়েন্ট মেশিন, কেবেল, লোকেশন বক্সের মতো বিভিন্ন সিগন্যালিং যন্ত্র পুনর্বাসন এবং পুনর্স্থাপনের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ’’-এর পরিপ্রেক্ষিতে, তার সংশোধনী-১। **এনআইটি শীর্ষকের অধীনে সংশোধিত দফা ঃ (টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টের পরিবর্তে ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে রূপে পড়তে হবে)**
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Notice Inviting e-Tender No.: BBGP/021/2025-26
The Prodhan, Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat invites tender for 2(Two)Nos. different works. Source of Fund: 15th FC Tied. Bid Submission upload end date(Online) 14.03.2026, 1.00 PM. Technical Bid Opening Date(Online) 16.03.2026, 1.00 PM. For Details visit website https://wbtender.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SBM works under Tarakeswar Municipality :
Construction of CT-PT under SBM of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_5013378_1	07.03.26	30.03.26
2	2026_MAD_5013378_2	07.03.26	30.03.26
3	2026_MAD_5013378_3	07.03.26	30.03.26
4	2026_MAD_5013378_4	07.03.26	30.03.26
5	2026_MAD_5013378_5	07.03.26	30.03.26
6	2026_MAD_5013378_6	07.03.26	30.03.26
7	2026_MAD_5013378_7	07.03.26	30.03.26

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Tarakeswar Municipality**

Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৯, এম.পি. নগর, ১ম স্ট্রিট, কোংগু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর-৬৪১৬০৭, ফোন নং. ০৪২১২২২১১৪৪, **কর্পোরেট অফিসঃ** কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭তম তল, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর.জি. গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০২৮, ফোনঃ ০২২-২৬৫৪৪০০০

[পরিশিষ্ট-IV-A] [নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর বিধান সহ পঠিত।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের (গণ) কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ) সুরক্ষিত পাওনাদার অর্থা ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওএআরপিএল)-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধান অনুসারে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) (দ্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২) এর ধারা ৩ এর অধীনে একটি সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানি হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর সাথে যথাযথভাবে নিবন্ধিত সিআইএল নম্বর ইউ৬৭১০০টিজেড২০১৪পিটিসি০২০৩৬৩ এবং এর নিবন্ধিত অফিস ৯, এমপি নগর, প্রথম স্ট্রিট, কোংগু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর-৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭তম তল, এন. সি. কেলকার মার্গ, আর. জি. গডকরি চক, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০২৮, ওমকারা পিএস-২৬/২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এটি পুনাওয়ালা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড, (পিএইচএফএল) (পূর্বে ম্যাগমা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত) থেকে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতাদের সমস্ত বকেয়া সম্পত্তির সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছে, যার সাথে আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর ধারা ৫ এর অধীনে ৩০-০৯-২০২১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে। অধিকন্তু, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদের প্রকৃত দখল নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত সম্পদ (গুলি) ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যাহা আছে যেমন আছে'', এবং ''যাহা কিছু আছে'' ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদারের নিকট থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত তারিখে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) এবং অন্যান্য বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ১৬.০৪.২০২১	শারীরিক দখলের তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৪	
ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পাওনা টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)ঃ ২৫,১২,০০০/
১. অভিষেক চৌধুরী (ঋণগ্রহী/তাবন্ধক) ২. রিমে চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৮.০২.২০২৬ তারিখে ৫২,৯৮,০৭০/- টাকা (বাহান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার সত্তর টাকা মাত্র)। (২৮.০২.২০২৬ তারিখে আরও চুক্তিগত সুদ এবং তার চার্জের জরিমানা সহ মোট ২৯,৫৭,১২৭/- টাকা পাওনা ২৩,৪০,৯৪৩/- টাকা।)	ইএমডি (টাকা)ঃ ২,৫১,২০০/ বর্ধিত মূল্য ২০,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখঃ তারিখঃ ০২-০৪-২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১:০০ - বিকাল ৪:০০
সম্পত্তির বিবরণঃ ফ্ল্যাট নং R1, প্রথম তলা, ব্লক A2, দুর্গাপুর রেসিডেন্সি, ফেজ III, জে.কে. পল, লেন এক্সটেনশন (পশ্চিম), ওয়ার্ড নং ১৫, দুর্গাপুর, পোস্ট অফিস- বেনাচিটি, পোস্ট অফিস- ফরিদপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১৩, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আবাসিক ইউনিটের ক্ষেত্রফলঃ ৮৫৬.৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) প্রতীকী দখল।
ইএমডি প্রদান এবং দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯.০৪-২০২৬, সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত।
নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ তারিখঃ ১০-০৪-২০২৬, সময়ঃ বিকাল ৩:০০ - ০৫:০০

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পাওনা টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)ঃ ১১,৭০,০০০/-
১. সেখ বাকি বিল্লাহ (ঋণগ্রহীতা) (ঋণগ্রহীতা/বন্ধক) ২. সেখ বেবেকা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৮.০২.২০২৬ তারিখের হিসাবে ৫৫,২১,৫২৮/- টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো আঠাশ টাকা মাত্র)। (২৮.০২.২০২৬ তারিখের হিসাবে ৩৩,৮৫,১০৫/- টাকা মোট বকেয়া এবং আরও চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক চার্জ	ইএমডি (টাকা)ঃ ১,১৭,০০০/- বর্ধিত মূল্য ২০,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখঃ তারিখঃ ১২-০৩-২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১:০০ - বিকাল ৪:০০
সম্পত্তির বিবরণঃ আকাশ টিনা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২ সি, উত্তর দিক, দ্বিতীয় তল, এলআর ডিএজি নং ৮৭৬, ৮৯৪, এলআর কেএইচ নং ১০৮৭ এবং ৫৩৪, হোল্ডিং নং ৬৪, উত্তর জগাছা, প্রথম বাই লেন, পিএস জগাছা, ওয়ার্ড নং ৪৭, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেটের অধীনে, হাওড়া-৭১১১১২। আবাসিক ইউনিটের আয়তনঃ ৭৩১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)
ইএমডি প্রদান এবং দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৫.০৩-২০২৬, সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত।
নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৬, সময়ঃ বিকাল ৩:০০ - ০৫:০০

শর্তাবলীঃ ১. নিলামটি ওএআরপিএল-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স অর্ক এমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর মাধ্যমে ‘অনলাইন’ভাবে পরিচালিত হবে, ই-নিলাম দরপত্র দলিল, যার মধ্যে রয়েছে অনলাইন ই-নিলাম দরপত্র ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলামের সাধারণ শর্তাবলী www.auctionbazaarcom বিক্রয় সহায়তা ল্যান্ডলাইন নং/মোবাইল নংঃ ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডিঃ contact@auctionbazaarcom/ support@auctionbazaarcom, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিঃ শ্রীমতি এম. কিরণমাই, মোবাইল নং.৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ইমেল-kiran@auctionbazaarcom ২. যেসব অভিপ্রেত দরদাতা ইএমডি জমা দিয়েছেন এবং লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড, বিড জমা দেওয়া, ই-বিডিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সহায়তার প্রয়োজন, তারা সাপোর্ট ল্যান্ডলাইন নং / মোবাইল নংঃ ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডিঃ contact@auctionbazaar.com/ support@auctionbazaar.com, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিঃ শ্রীমতি এম. কিরণমাই, মোবাইল নং.৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ইমেল- kiran@auctionbazaarcom ৩. সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সম্পত্তির সময়সূচী পরিদর্শনের জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি কর্মদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তাঃ শ্রী শাকিল নিপানীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল নম্বর ৯১ ৯১৬৭৪৯০৯৭৭), ই-মেইলঃ shakil.nipani@omkaraarc.com অথবা উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়। ৪. অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরের সারণীতে বর্ণিত ব্যতীত কোনও সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ৫. দরপত্র জমা দেওয়া সমস্ত দরদাতা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করা হবে এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। অধিকন্তু, এটাও ধরে নেওয়া হবে যে দরদাতারা (রা) দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর নীতি অনুসারে অংশগ্রহণ করেছেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের ক্ষেত্রে। আগ্রহী দরদাতাদের দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে দরপত্রের সাথে সাথে ঘোষণা প্রদান করতে হবে, যদি একই পরিমাণ অর্থ প্রদান ব্যর্থ হয় তবে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দয়া করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, যেমন http://omkaraarc.com/auction.php।

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি। এই নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এবং আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য ত্রিশ (১৫) দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ, যাতে তাদের উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং যদি তারা চান তবে সম্পত্তি খালাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যদি তারা চান তবে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে, আরও সুদ, খরচ এবং ব্যয় পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদারের বিবেচনার ভিত্তিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ (৫) এর অধীনে নির্ধারিত যেকোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে।
স্থানঃ কলকাতা স্বা- অনুমোদিত অফিসার, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখঃ ০৭.০৩.২০২৬ (ওমকারা পিএস২৬/২০২১-২২ ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি)

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.: 10/HirGP/2025-26, Date: 06/03/2026
e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15th CFC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on 13.03.2026 up to 16.00 hrs. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on 16.03.2026 at 11.00 hrs. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
Hirbandh Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
An e-Tender for **“Different type of electrical and other works at different wards under BMC”** is being invited by EE,(E&M)Dept BMC vide NIT No. **35/PHE(E&M)/BMC Dated: 06-03-2026** and Tender ID: **2026_MAD_1018779_1 & 2** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission (online): **21-03-2026 up to 3:00 PM.**
Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No: 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 530/MM/NIeT/2025-26, Dated: 07-03-2026.** The last date for online submission of tender is **16-03-2026 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Indrajit Dhar**
(Chairman, Murshidabad Municipality)

ফর্ম নং আইএনসি -২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোৰেশন) বিধি, ২০১৪ বিধি ৩০ অনুসাৰেঁ]
কেন্দ্রীয় সৰকাৰেৰ সামনে
মাননীয় আঞ্চলিক পৰিচালক, পূর্বাঞ্চল
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক)
এবং
বিষয়ে **মেসার্স টেরাপ্রো জিওমার্ট লিমিটেড,**
এর নিবন্ধিত অফিস ৯/বি, উড স্ট্রিট ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যা তদনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে, যাতে মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির ধারা II এর পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস ”পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে ”গুজরাট রাজ্য” তে পরিবর্তন করতে পারে।
যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সে এমসিএ -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) তার আপত্তি জমা দিতে পারেন অথবা তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিগুলি জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের ঠিকানায়ঃ কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, - এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা-৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে হবেঃ
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ৯/ বি, উড স্ট্রিট দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
এর পক্ষে এবং এর পক্ষে
টেরাপ্রো জিওমার্ট লিমিটেড
(পূর্বে ল্যান্সডাউন রিয়েলটি লিমিটেড নামে পরিচিত)
তারিখ: ০৬ মার্চ ২০২৬
স্থান: কলকাতা
এসডি/-
পরিমল পারিখ
পরিচালক
(ডিনঃ ০২০৯৪৮৬৩)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/169/2025-26, Dated-06.03.2026
Name of the work : **Arrangement of filter water supply at Semi Under Ground Reservoir (S.U.G.R.) at Kalighat Temple Complex with other ancillary works.** Estimated Cost (Including G.S.T. & L.W.C.) : **Rs. 1,59,960.00.** Earnest Money : **Rs. 3,300.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.03.2026 (5 p.m.)**. The bid form and other details are available on and from **07.03.2026 (2.30 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E. (M)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage wise rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-18U/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Lifting, dismantling, clog removing etc. of 8 nos. submersible pumps of deeper sump-1 & 2 with other allied works at BDPS [for 6 months].** Estimated Cost : **Rs. 1,90,773.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.03.2026** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2026** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/235 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of S.A. Farooque Road, Garden Reach Road etc in patches under Br-XV.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,68,749.94 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of all bids: **24.03.2026** - **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2026 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C)/Br-VI, KMC** invites e-tender percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/052/032/2025-2026/D (1st Call)
Name of work : **Restoration of paver block footpath near 39, 43 Lenin Sarani and adjacent area in Ward No.-52.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,096.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/053/030/2025-2026/D (1st Call)
Name of work : **Restoration of concrete & I.P.S passage (disturbed by Water Supply Deptt and P.U. Agency) at 6, 22 Taltala Bazar Street, 5/2 Ramshankar Roy Lane and adjacent area in Ward No.-53.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,77,332.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
3. NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/054/048/2025-2026/D (1st Call)
Name of work : **Restoration of asphaltum road disturbed due to cutting by Water Supply, CESC Ltd and natural wear & tear at 6, 10, 18/A Girish Ch. Bose Rd., 23 Tantibagan, 14 Ismail St., 1/1, 38, S.S.A. Rd. and surrounding area in WD-054.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,44,474.00.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.03.2026 - 3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender open date : **18.03.2026 - 3 p.m**. (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **07.03.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item rate / percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: KMC/PBPS/AD/M-37/2025-2026
Name of work : **Necessary repairing, servicing & replacement of damaged spare parts of Pump Unit No. A having Capacity 3.5 cusec and Head 10m at Jameslong Sarani (LS-2) under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted rate**. Period of Completion : **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.03.2026** up to **3 p.m.**
2. NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-16U/25-26 (1st Call)
Name of work : **Periodic maintenance of the sump chamber and pump casing by removal of submerged and floating materials during monsoon period at different pumping stations under BDPS.** Estimated Cost: **Rs. 3,80,626.00.** Earnest Money : **Rs. 7,700.00**. Period of Completion : **180 Days**.
3. NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-17U/25-26 (1st Call)
Name of work : **Operation of 5 nos. of Lock Gate at the Junction of Boat Canal and Tollynullah and 2 nos. of Lock Gate at the Junction of Tollygunge Road and Tollynullah near CLPS/BDPS.** Estimated Cost: **Rs. 4,89,951.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **150 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.03.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 (5.30 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **11.03.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).
2366/25-26

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী ২০২৭ সালের আদম শুমারির জন্য প্রগতি এবং বিকাশ ম্যাস্কট দুটি ছাড়াও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে ২০২৭ সালের আদম শুমারির জন্য প্রগতি (মহিলা) এবং বিকাশ (পুরুষ) ম্যাস্কট দুটি ছাড়াও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছেন। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং বা সি-ডিএসি এই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনাগুলি উদ্ভাবন করেছে। এর সাহায্যে দেশজুড়ে জনগণনার কাজ করা হবে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং সেনসাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়ার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫-এর ১৬ জুন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে ২০২৭ সালের জনগণনা কর্মসূচির সূচনা করে। দুটি পর্বে এই কাজ চলবে। বিশ্বের বৃহত্তম এই আদম শুমারিতে এই প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে গণনার কাজ করা হবে। এবারই প্রথম স্ব-গণনার সুযোগ থাকছে। প্রগতি এবং বিকাশ-২০২৭-এর আদম শুমারির বন্ধুত্বপূর্ণ ও আস্থাভাজন প্রতীক হিসেবে প্রগতি (মহিলা গণনাকারী) এবং বিকাশ (পুরুষ গণনাকারী) ম্যাস্কট দুটি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ২০৪৭ সালে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে যে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেই লক্ষ্য অর্জনে মহিলা ও পুরুষদের সমান অংশগ্রহণের ভাবনাটি প্রতিফলিত হচ্ছে। এই ম্যাস্কট দুটির মধ্য দিয়ে ২০২৭-এর আদম শুমারির প্রয়োজনীয় তথ্য, লক্ষ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। চারটি ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা-২০২৭-এর আদমশুমারির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী দুটি অ্যাপ্লিকেশন এবং দুটি পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। হাউসলিস্টিং ব্লক ক্রিয়েটর (এইচএলবিসি) ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা বাড়ির তালিকা তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ছবির সাহায্য নেওয়া হবে। এইচএলও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির সাহায্যে গণনাকারীরা বাড়ির তালিকা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে সেনসাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএমএস) পোর্টালে যেসব গণনাকারীর নাম নথিভুক্ত থাকবে, শুধুমাত্র তারাই ওই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনে তৃণমূল স্তরে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি সার্ভারে পাঠানো হবে। নিবন্ধিকৃত মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে বাড়ির তালিকা তৈরি করা হবে। এই অ্যাপ্লিকেশন ১৬টি আঞ্চলিক ভাষায় পারিচালনা করা যাবে। এই প্রথমবার সেলফ-এনুমারেশন বা স্ব-গণনা প্রক্রিয়ার সূচনা হতে চলেছে। এক্ষেত্রে সেলফ-এনুমারেশন পোর্টালে বাড়ির বৈধ সদস্যরা অনলাইনে তাঁদের তথ্য আপলোড করতে পারবেন। সফলভাবে আপলোডের পর একটি ইউনিক সেলফ-এনুমারেশন আইডি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। গণনাকারী

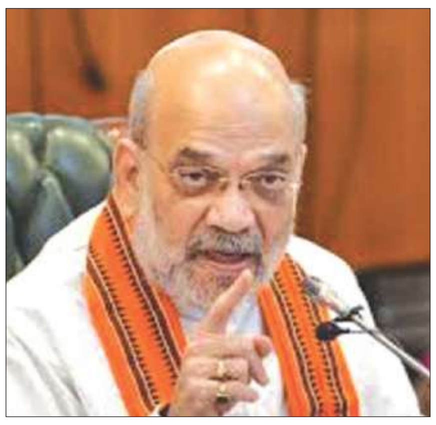

যখন তথ্য যাচাই করবেন, তখন ওই আইডি-টি তাঁকে দেওয়া হবে। সিএমএমএস পোর্টাল একটি ওয়েব-ভিত্তিক কেঃদ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে মহকুমা, জেলা এবং রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা গণনা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন। পাশাপাশি একটি সুসংহত ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কাজের বিষেয়ে সম্যক ধারণাও তাঁরা পাবেন। ২০২৭-এর আদম শুমারিতে নিরাপদ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করবেন। এর জন্য ৩০ লক্ষের বেশি গণনাকারী, তত্ত্বাবধায়ক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এতে যুক্ত হবেন। নির্ভুল, সুরক্ষিত ও সর্বাঙ্গীন তথ্যের জন্য আদম শুমারি দুটি পর্বে হবে। প্রথম পর্বে বাড়ি গণনার কাজ করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জনবিন্যাস, সামাজিক ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রথম পর্বের জন্য গত ৭ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই পর্বে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাড়ি গণনার কাজ করবে। এক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজে ১৫ দিন স্ব-গণনার ব্যবস্থাও থাকবে। জনগণনার কাজ হবে ২০২৭-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীর ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মতো তুষারাবৃত অঞ্চলে এই কাজ করা হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয় পর্বের জনগণনার সময় জাতি ভিত্তিক গণনার কাজও হবে। ২০২৭ সালের আদমশুমারির রেফারেন্স ডেট হিসেবে ২০২৭-এর ১লা মার্চকে বিবেচনা করা হবে। তবে, তুষারাবৃত জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে এই তারিখ হবে ২০২৬-এর ১লা অক্টোবর।

জনৌষধির সাশ্রয়ী ওষুধে আর্থিক অনটন ভুলে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত

৬ মার্চঃ ভূমিকা- 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিয়োজনা'-র অধীনে পরিচালিত 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র'গুলি স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ করে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বিস্তার করছে। এই কেন্দ্রগুলি কেবল চিকিৎসার খরচই কমায় না, প্রবীণ নাগরিক এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত পরিবারগুলির স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতেও সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। 'সাশ্রয়ী ওষুধ, ৬০ বছর বয়সেও অটুট আত্মবিশ্বাস' শ্বেতা জি নামের এক প্রবীণ নাগরিক গত আট বছর ধরে ডায়াবেটিস, অ্যাসিডিটি, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন এবং ইনসুলিনের জন্য তার বাড়ির কাছের জনৌষধি কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেন। সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধের সহজলভ্যতা তার মাসিক খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে, যা তাকে স্বাধীনভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে সক্ষম করেছে। 'দূরে নয়, নয় বড় বিল কেবল সেবা' গোবর্ধন জি তুলে ধরেছেন, কিভাবে হাতের কাছের এই কেঃদ্রটি রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ সহজলভ্য করে তুলেছে। ওষুধের সাশ্রয়ী মূল্য এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি রোগীদের দীর্ঘ পথ পাড়িড় দেওয়া বা অন্যের ওপর নির্ভর না করেই চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।'আর্থিক স্বস্তি' সঞ্জীব কুমার জানান যে, বেসরকারি ফার্মেসিতে যেখানে তার এবং তার স্ত্রীর ওষুধের খরচ ৬,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা হতো, জনৌষধি কেন্দ্রে সেই একই ওষুধ মাত্র ২,০০০ টাকায়

পাওয়া যাচ্ছে। এই সঞ্চয় তার আর্থিক চাপ কমিয়ে পারিবারিক বাজেট পরিকল্পনাকে আরও সহজতর করেছে। 'পকেটে টান না দিয়েই স্বাস্থ্যসেবা' অশোক কুমার নামের একজন মেকানিক্যাল কাজকর্ম করেন এমন কর্মী জানান যে, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ শ্রমজীবী পরিবারগুলির জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করেছে। এই কেন্দ্রগুলি কোনো প্রকার আর্থিক টানাপোড়েন ছাড়াই পরিবারগুলিকে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করছে। 'প্রেসক্রিপশন নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান' শ্রী সুনীল কুমার বলেন যে, আগে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন হাতে পেলে ওষুধের খরচ নিয়ে প্রায়ই উদ্বেগ তৈরি হতো। জনৌষধি কেন্দ্রগুলি সাশয়ী ও নির্ভরযোগ্য ওষুধ সরবরাহ করায় সেই আর্থিক দুশ্চিন্তা এখন অনেকটাই দূর হয়েছে।'সমাজের ক্ষমতায়নে এক দিব্যাঙ্গ উদ্যোক্তা' শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও দিব্যাঙ্গ উদ্যোক্তা রাম আধার নিজের জনৌষধি কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের সেবা করছেন। তার দোকানে প্রতিদিন গড়ে ৩০-৪০ জন ক্রেতা আসেন। এটি প্রমাণ করে যে, এই প্রকল্পটি একদিকে যেমন স্থানীয় পর্যায়ে সাশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে উদ্যোক্তা তৈরিতেও ভূমিকা রাখছে। উপসংহার-স্বাস্থ্যসেবাকে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করতে জনৌষধি কেন্দ্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওষুধের খরচ কমিয়ে, প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগপতি তৈরির সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে এই কর্মপন্থা আর্থিক স্বস্তি, মর্যাদা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করছে এবং সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

লড়ছে ইরান, তারা তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করে চলেছে

শুভঙ্কর দাসঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসিদের থেকে পৃথিবীকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলার উত্তরাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে আসে। মার্কিন আগ্রাসনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু বার্লিনের প্রাচীর যেদিনকে ভেঙ্গে পড়ল সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপতি হয়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের আধিপত্যবাদের পয়োগ দুই ধরনের হতো। প্রথমটিতে প্রত্যক্ষভাবে কোনও স্বাধীন দেশকে আক্রমণ করে সে দেশের ক্ষমতাসীন সরকারকে উপড়ে ফেলে ওভাল অফিসের হাতের পুতুল নেতাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তে স্বাধীন দেশটির ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা সহ একাধিক কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে সেই দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে ক্ষমতাসীন সরকারকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝেছিল যে তাদের অর্থনীতি যুদ্ধ ও তেলের ওপরেই নির্ভরশীল। ডলারের আধিপত্যকে তারা কার্যত গায়ের জোরে গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। পাঁচ এবং ছয় এর দশকে লাটিন আমেরিকার একাধিক দেশগুলোর নির্বাচিত সরকারকে উপড়ে ফেলে নিজেদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদী সরকার গঠন করেছিল আমেরিকা। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল বানানা রিপাবলিকের ধারণা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও তেলের কর্পোরেশনগুলোর জন্য পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি হন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, রাষ্ট্রসংঘ সহ একাধিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের দাদাগিরি ক্রমাগত দেখিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে শুধুমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যা করছে তা তার পূর্বসূরীরা প্রথম থেকেই করে এসেছে। ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, ইরাক যুদ্ধ ও মধ্য এশিয়ায় তেলের ভান্ডার নিজেদের দখলের রাখার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা তেলের কর্পোরেশনগুলির এজেন্ট হয়ে কাজ করে গিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াকে পর্যদুস্থ করার জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়েছিল সিআইএ। অন্যদিকে মার্কিনী মদতেই গাজা ও প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়েছে ইজরাইল। এই সেই

দিন পর্যন্ত গাজায় নির্বিচারে হত্যালীলা সংগঠিত করেছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। শিশুদের দিকে তাক করে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে সে দেশের সেনা। এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গাজাতে অনাহার সৃষ্টি করেছে ইজরাইল। মধ্য এশিয়ার সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সহ একাধিক শেখ ও রাজতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রগুলো যখন মার্কিন ও ইজরাইলী বর্বরতাকে মেনে নিয়ে মদত দিয়ে চলেছে। সেই পরিস্থিতির মধ্যে ইরান তার প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের চরম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পবিত্র কর্তব্য করে চলেছে ইরান। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় ঐক্য মতো বিষয়ে আপসহীনভাবে লড়াই করে চলেছে ইরান। তাদের এই সংগ্রাম শুধুমাত্র মধ্য এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর নেই। এই সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত পৃথিবীর প্রতিটা স্বাধীনতাকামী মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসর ইজরাইলের চোখ রাঙানি বিরুদ্ধে মাথানত করেনি খোমেইনীর দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য তথাকথিত স্বাধীনচেতা ও ইরানের তুলনায় সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলো যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে নতমস্তক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন ইরান মাথা উঁচু করে লড়াই করে চলেছে। এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ওপর তলার শিল্পপতি, নেতাদের অমানবিক বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সাদা চামড়ার নাবালিকাদের অপহরণ করে নির্জন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসীতে পরিণত করেছিল পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য দেশের নেতারা। ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টম ইনফোর্সমেন্ট বা আইস বাহিনীর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ। উঠছে মানবাধিকার হরণের প্রশ্ন। এ বিষয় থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ইরানের ওপর প্রি-এমটিভ অর্থা প্রথম আক্রমণ চালিছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইল। কিন্তু ইরাকের মতো নতজানু হয়নি ইরান। আধুনিক ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের যুগে চীনা উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য ও কৌশলের সাহায্যে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তেহরান। প্রতিবারের মতো এবারও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দোহাই ও পরমাণু বোমা তৈরি হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে ইরান দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল মার্কিনীরা। সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প যোগ্য সঙ্গত পেয়েছে ইজরায়েল ও সৌদি আরব থেকে। কোন দেশে গণতন্ত্র থাকবে আর কোন দেশে মানবাধিকার কতটা অবক্ষয় হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘের। সেখানে বরাবরের মতো এবারও রাষ্ট্রসংঘকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ইরানের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল মার্কিন শক্তি। বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আফ্রিকার সহ পৃথিবীর একাধিক দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের হরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে বিষয় নীরব থেকেছে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিস। পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রাক্কালে নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব গোটা বিশ্বকে হিটলারের মতো শুনিয়েছিল পাক সেনাপ্রধান মুনির। সেই মনিরকেই হোয়াইট হাউজে ডেকে এনে সম্বর্ধনা দিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত নীতি। ভেনিজুয়েলের প্রেসিডেন্টকে অপহরণ এবং সম্প্রতি ইরানের সর্বাধিনায়ক আয়াতুল্লাহ খোমেইনিকে খুন করে গোটা বিশ্বে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার মাঝেই এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গড়িমাকে ভুলন্ঠিত করেছে। বিশ্বাস, মর্যাদা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসরকে টলিয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বরোচিত এই নীতি। বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের ভুয়ো অভিযোগ তুলে সাদ্দাম হোসেনের ইরাককে আক্রমণ করেছিলেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। আদতে সাদ্দাম হোসেন তেল কেনাবেচার ক্ষেত্রে ডলারে আদান-প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলেই সাদ্দামের ওপর এই আক্রমণ নেমে আসে। ঠিক একইভাবে ইরানের তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সে দেশের মানুষের প্রথম অধিকার। আর সেই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইরান লড়াই করে চলেছে মার্কিন তেল কোম্পানিদের বিরুদ্ধে। মার্কিনী হামলায় এখনো পর্যন্ত সাতশরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ইরানে। তার মধ্যে সবথেকে ভয়াবহ হলো ইরানের মিনাভ একটি প্রাথমিক স্কুলে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণের ফলে ১০০ শিশুর মৃত্যু। রাষ্ট্রসংঘ কি এ বিষয়ে ইজরায়েইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ অপরাধের দায় কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে? আজ সেই সাহস কি রাষ্ট্রসঙ্ঘের রয়েছে? নাকি সে শুধুমাত্র ক্ষমতাশালীদের পদণত হয়ে থাকবে। ২০০১ আফগানিস্তান এবং ২০০৩ ইরাকের উপর হামলার সময় বড় কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। কিন্তু এবার ইরানের প্রতিরোধ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিনীদের প্রতিটা সেনা ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের মদতে আকাশ থেকে ভূপতিত করেছে এফ ফিফটিন যুদ্ধবিমানকে। বাহারিনে মার্কিনীদের পঞ্চম নৌবহরের ওপর হামলা চালিয়েছে তেহেরান। ইরানের এই পাল্টা প্রতিরোধ মধ্য এশিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে ক্রমাগত অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। যার ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

'সাগর সংকল্প'বিষয়ক সম্মেলনে

জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৭ মার্চঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং আজ কলকাতায় গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ' উইক' -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সাগর সংকল্প - ভারতের সামুদ্রিক গৌরব পুনরুদ্ধার সম্মেলনে ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে প্রতিরক্ষা, শিল্প এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের তাবড় নেতা ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা, জাহাজ নির্মাণ ব্যবস্থা এবং কৌশলগত লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিআরএসই-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী পি. আর. হরি ভারত ফোর্জ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী বাবা কল্যাণী দ্য উইক-এর চিফ অ্যাসোসিয়েট এডিটর শ্রী রিয়াদ ম্যাথিউ এবং ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং-এর চেয়ারম্যান শ্রী অরুণ শর্মা। সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় শ্রী রাজনাথ সিং বাংলার ঐতিহাসিক সামুদ্রিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং একে দেশের সামুদ্রিক ঐতিহ্যের গর্বের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে ভারতের জাহাজ নির্মাণ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, জিআরএসই-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের নৌ-সক্ষমতা এবং প্রতিরক্ষা উপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। শ্রী সিং জিআরএসই-র দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন, যার সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। গত কয়েক দশকে এই শিপইয়ার্ড প্রায় ৭৯০টি জলযান তৈরি করেছে, যার মধ্যে ১১০টিরও বেশি যুদ্ধজাহাজ (যেমন ফ্রিগেট এবং অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শিপ) রয়েছে, যা ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে, একটি মজবুত এমএসএমই (থক্কথক্ক) সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে জিআরএসই ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতি এবং সামুদ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এক প্রধান শক্তি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের প্রাচীন জাহাজ নির্মাণ ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং তা পুনরুজ্জীবিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা দেশের সুগভীর সমুদ্র সংক্রান্ত জ্ঞান এবং প্রকৌশলগত উকর্ষতাকে প্রতিফলিত করে। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ' হিস্ট্রি বুক' উন্মোচন করেন, যা এই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ভারতের সামুদ্রিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের অবদানকে তুলে ধরেছে। শ্রী রাজনাথ সিং উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য সমুদ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সামুদ্রিক সক্ষমতাকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি করে তুলেছে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক ক্ষেত্রের নেতৃত্ব প্রদানে ভারতকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

কালপুরুষ আয়োজিত সাহিত্য সংস্কৃতি মেলবন্ধন উৎসব

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কালপুরুষ প্রোডাকশন হাউস আয়োজিত সাহিত্য সংস্কৃতি মেলবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত পবিত্র সরকার, কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, বাচিকশিল্পী সুনীল বণিক, কবি শশীবালা বর্মন অধিকারী, চিত্রপরিচালক অর্পিতা কামিল্যা, বাচিকশিল্পী পাপিয়া সরকার এবং কবি ও সমাজকর্মী মানব মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীতশিল্পী দীপা দাস। কালপুরুষের এডমিনদের মধ্যে সম্মানিত হলেন ফুল গাঙ্গুলী, সুব্রত সিংহ, চঞ্চল প্রামাণিক, তৃষা গোস্বামী চ্যাটার্জী, শুক্রিয়া দাস, পারমিতা মন্ডল। অরুণিমা চ্যাটার্জী সম্পাদিত 'কালপুরুষ' এর মো।ক উন্মোচন করা হল।কালপুরুষ সাহিত্য সম্মান পেলেন শ্রী সদ্যোজাত, সুপ্তা আঢ্য, মনিরুল ইসলাম, দীপক দীক্ষিত, অরিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ কুমার আচার্য্য। কলম সম্মান পেলেন মনোরঞ্জন হালদার। সমাজসেবা সম্মান পেলেন ডঃ এস ইয়াসমিন (রোজলিন)। সম্পাদক সম্মান পেলেন ইউসুফ মোল্লা। অরিত্র প্রকাশনীর কর্ণধার অতনু নন্দী পেলেন প্রকাশক সম্মান। সম্মানিত হলেন অমিত ঘোষ, কল্যাণী ব্যানার্জী, বিক্রম দেব সেনগুপ্ত, ঋজু রায় ও রাজেন বিশ্বাস। রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন শর্মিলি বিশ্বাস। নির্মাল্য বিশ্বাসের পরিচালনায় নাটক 'অবাক জলপান' মঞ্চস্থ করেন অভিজি বারুই, নন্দিতা বারুই, সৌম্যদীপ্তা দে, মানস ঘোষ, দুলাল সুর ও আরুশ সরকার। অরুণিমা চ্যাটার্জী এবং কিঙ্কর হালদারের পরিবেশিত, অন্যদিকে পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় এবং মলি সিংহ রায়ের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক দুটি ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুতপা চক্রবর্তী, সর্বাণী বিশ্বাস, সুস্মিতা পাল, কাকলি ঘোষ ও অরিত্র নন্দী। কালপুরুষের কর্ণধার অরুণিমা চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা নির্মাল্য বিশ্বাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে মনোজ্ঞ। সু ন্দর অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরিজিৎ ঘোষ।

স্পেশাল ট্রেনের সম্প্রসারণ এবং পরিচালনের মাধ্যমে সংযোগ বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৬ মার্চঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। সামাল দিতে, সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪৬৫৪০৪৬৫৩ (অমৃতসর নিউ জলপাইগুড়ী অমৃতসর)-এর পরিষেবা উভয় দিকে আরও চারটি করে অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনের সম্প্রসারণ দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করবে, যার ফলে পাঞ্জাব, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যাত্রীদের ভ্রমণ আরও সহজ হবে। অতিরিক্তভাবে, গুয়াহাটি এবং দিল্লির মধ্যে একমুখী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৯৯ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার ফলে অসম এবং জাতীয় রাজধানীর মধ্যে যাত্রীদের বিশাল চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে এবং অতিরিক্ত আসন এবং বার্থ উপলব্ধ হবে।-ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (অমৃতসর নিউ জলপাইগুড়ী) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের মেয়াদ ৪ থেকে ২৫ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে চলাচলের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং ফিরতি ট্রেন নং, ০৪৬৫৩ (নিউ জলপাইগুড়ী অমৃতসর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের মেয়াদ ৬ থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনটি বিদ্যমান পরিষেবার সময়সূচী, সময়, গঠন এবং স্টপেজ অনুসারে চলবে। একইভাবে, একমুখী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৯৯ (গুয়াহাটি দিল্লি), ৮ মার্চ ২০২৬ (রবিবার) তারিখে চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১ৣ০ ঘঃটায় রওনা দিয়ে ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৩০ৣ০ ঘঃটায় দিল্লি পৌঁছাবে। যাত্রাপথে, এই ট্রেনটি রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ী, বেগুসরাই, ছাপা।, বারাণসী এবং প্রয়াগরাজ জংশনের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে থামবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেনটিতে এসি ২-টায়ার, এসি ৩-টায়ার, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল কোচ থাকবে। এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবার চলাচল এবং সম্প্রসারণ যাত্রীদের যথেষ্ট উপকৃত করবে, কারণ এর ফলে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভ্রমণ বিকল্প প্রদান করবে এবং ব্যস্ত রুটে যানজট কম করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের তাদের যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I JYOTSNA DAS W/O KAMAL DAS residing at 1, Satyen Park, Amgachhi, P.O.-Joka, P.S.-Thakurpukur, Kolkata-700104, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JOYSTNA DAS as declared before the Notary Public at Alipore Police Court vide affidavit No 08, Dated 02/03/2026. JYOTSNA DAS and JOYSTNA DAS both are same and identical person.

NAME CHANGE

I BHUTU DEBNATH W/O LAKSHMAN DEBNATH residing at Ward No-16, Near Manasha Mandir, Manasha Para, P.O.-Habra, P.S.-Habra, North 24 Parganas-743263, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRAMILA DEBNATH as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06/03/2026. BHUTU DEBNATH and PRAMILA DEBNATH both are same and identical person.

NAME CHANGE

I JOYSTNA DEBNATH W/O UTTAM DEBNATH residing at Jirat Road, Manasa Para, P.O.-Habra, P.S.-Habra, North 24 Parganas-743263, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JOYTSNA DEBNATH DEY as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06/03/2026. JOYSTNA DEBNATH and JOYTSNA DEBNATH DEY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I KAJMAT SEKH MASUD SK IS MY SON. HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS KAJEMUDDIN SEKH. AFFI DAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 31-12-25 I KAJAMAT SEKH AND KAJEMUDDIN SEKH BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS KAJAMAT SEKH. R/O VILL DWAJA PUSHKARANI P.O RADHA KANTAPUR P. S KALIGANJ NADIA.

NAME CHANGE

I KAJAMAT SEKH MY DAUGHTER TUFA KHATUN HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS KAJIBUL SEKH. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 7/11/25 I KAJAMAT SEKH AND KAJIBUL SEKH BOTH ARE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS KAJAMAT SEKH R/O VILL DWAJA PUSH KARANI P. O RADHAKANTA PUR KALIGANJ NADIA .

নাম পরিবর্তন

আমি Biswanath Pal, So- Adhir Pal ঠিকানা -খামারগোড়ী, হেলান, খানাকুল, খানাকুল-১, হুগলী-এর বাসিন্দা। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (P05092006316759) এ ভুলবশত কারণে Vishwanath Pal So -SH A.C. PAL হয়ে আছে। গত ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে আরামবাগ কোর্ট, নোটারি এফিডেভিট বলে আজ থেকে আমি Biswanath Pal, So-Adhir Pal হলাম। এখন থেকে Biswanath Pal, So-Adhir Pal এবং Vishwanath Pal, So SH A.C. Pal একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Ismile Mohammad SK @ SK Ismile Mohammad @ Ismail Seikh @ Mahammad Ismile @SK Md Ismail S/O-Sekh Mohammad Musha @ MD Musha SK, resident of Bamunpukur, P.O.- Satgachia, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'SK MOHAMMAD ISMILE' in all purpose vide affidavit No-1358, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/02/2026. That Ismile Mohammad SK, SK Ismile Mohammad, Ismail Seikh , Mahammad Ismile, SK Md Ismail and SK Mohammad Ismile all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SITA DAS (old name) C/o LAXMAN MISTRY residing at Dudhiya, P.O. Milan Pally, P.S. Bhorer Alo, Dist. Jalpaiguri West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SITA DAS MISTRY (New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri Affidavit No. 113 dated 05/03/26. SITA DAS and SITA DAS MISTRY all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, DEBDEEP SARKAR (old name) S/o RANJIT KUMAR SARKAR residing at Deshbandhu Nagar, 9 No. Goli, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.Jalpaiguri West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DEBDIP SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri Affidavit No. 112 dated 05/03/26. DEBDEEP SARKAR and DEBDIP SARKAR all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Rajesh Md (old name) S/o Dulu Md residing at Vill-Gnandas, P.O.-Fatemamud, P.S. Haldibari, Dist. Coochbehar, Pin-735122 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rajesh (New Name) as declared before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate at Mekhliganj Affidavit No. 61 dated 14/01/25. Rajesh Md and Md Rajesh all are same and identical person.

ফারাক্কায় ৮৬,০০০ মানুষের জন্য সমন্বিত গ্রামীণ স্বাস্থ্য

যৌথ উদ্যোগে অম্বুজা ফাউন্ডেশন ও নরোত্তম সেখসারিয়া ফাউন্ডেশন

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলা হিসেবে চিহ্নিত মুর্শিদাবাদ এখনও একাধিক জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি-উচ্চ অপুষ্টি হার, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার, বাল্যবিবাহ, কম প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান বোঝা, তামাক ব্যবহার এবং পুনরাবৃত্ত সংক্রমণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রেক্ষাপটে, অম্বুজা ফাউন্ডেশন ২০২৪ সালে নরোত্তম সেখসারিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৭ টি গ্রামে পাঁচ বছর ব্যাপী একটি সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৬,০০০-এরও বেশি গ্রামীণ মানুষের কাছে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, শেষ মাইল পর্যন্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্ষম করে তোলা। তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। ২০২৪ সাল থেকে আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) সদস্য এবং সখিসহ ১৬৫ জনেরও বেশি ফ্রন্টলাইন কর্মীকে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল-স্যানিটেশন-স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ), অসংক্রামক রোগ (এনসিডি), মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পরিষেবার মান বজায় রাখতে প্রতি বছর রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ও রয়েছে। উদ্যোগের প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য - কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক গর্ভাবস্থা নিবন্ধন, সময়মত প্রসব পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা, পুষ্টি হস্তক্ষেপ, আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন, টিকাদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এবং পরিবার পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। পুষ্টি উন্নয়ন- গভীরভাবে প্রোথিত পুষ্টিহীনতা মোকাবেলায় আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ, পুষ্টি প্রদর্শনী এবং রান্নাঘরের বাগান তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ৭৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অ্যানথ্রোপোমেট্রি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিকভাবে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির পরিমাপ নিশ্চিত করে। ১,৩০০-এর বেশি মানুষ রান্নাঘরের বাগান ও পারিবারিক পুষ্টি সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। এনসিডি প্রতিরোধ, স্ক্রিনিং এবং জীবনধারা পরিবর্তন- স্ক্রিনিং ভিত্তিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট (সিবিএসি), বার্ষিক বায়ো মার্কা স্ক্রিনিং এবং বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য এনসিডি শনাক্ত ও প্রতিরোধে জোর দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ চর্বি, লবণ ও চিনি (এইচএফএসএস) খাদ্যাভ্যাস এবং তামাক ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, ওয়াশ - ২০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কে BaLA মডেলে সংস্কার করা হয়েছে এবং আরও কেন্দ্র পরিষ্কার পানীয় জলের সুবিধাসহ উন্নয়নাধীন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে একাধিক গ্রাম কে 'গ্রাম' হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। স্কুলে স্যানিটারি ডিসপোজাল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। পার্ল তিওয়ারি, সিইও, অম্বুজা ফাউন্ডেশন বলেন, অম্বুজা ফাউন্ডেশন এবং নরোত্তম সেখসারিয়া ফাউন্ডেশন গ্রামীণ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি-গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে-আরও শক্তিশালী করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, এই অংশীদারিত্ব সুস্থ ও সক্ষম গ্রামীণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মনীশ জোশী সিইও, নরোত্তম সেখসারিয়া ফাউন্ডেশন বলেন, অম্বুজা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন স্বাস্থ্য উদ্যোগে যুক্ত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই প্রকল্প কেবল জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে না, বরং একটি টেকসই ও পুনরুৎপাদন যোগ্য উন্নয়ন মডেল প্রতিষ্ঠা করবে। আগামী পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আরও শক্তিশালী করা, পরিবেশ কভারেজ বৃদ্ধি এবং 'ও স্মার্ট গ্রাম' মডেল গড়ে তোলার দিকে অংশীদারিত্ব অগ্রসর হবে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং কিশোর-কিশোরীদের সহকর্মী শিক্ষাবিদ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ ও নেওয়া হবে।

নাবালিকা পরিচারিকাকে খুনের অভিযোগ, মালিক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

সাঁইথিয়া, বীরভূম ঃ সাঁইথিয়া শহরের দু'নম্বর ওয়ার্ডে একটি হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, এক নাবালিকা পরিচারিকাকে খুন করে তার দেহ মার্বেল গোডাউনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার, যখন পঙ্কজ পারেখের বা।িতে কাজ করা ১৪ বছরের নাবালিকা লিপী বাউরি পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানায় যে, নাবালিকা অসুস্থ হয়ে প।ছে এবং তাকে সাঁইথিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পর জানা যায়, নাবালিকাকে সাঁইথিয়া হাসপাতালে না নিয়ে সরাসরি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রামপুরহাট যাওয়ার জন্য টোটো ভাড়া করেন, কিন্তু সেই টোটো তাদেরকে সরাসরি মদনপুর এলাকার জৈন মার্বেলের গোডাউনে নিয়ে যায়। সেখানে, পঙ্কজ পারেখ এবং তার ছেলে শ্রেয়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তারা নাবালিকাকে খুন করেছে এবং তার দেহ ওই গোডাউনে ফেলে রেখেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাবালিকা দীর্ঘ দুই বছর ধরে পঙ্কজ পারেখের বাড়িতে কাজ করছিল এবং সে তার পরিবারের এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ওই বাড়িতে চাকরি পায়। নাবালিকার পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, প্রথমে খবর দেওয়া হয় যে, নাবালিকা অসুস্থ এবং তাকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। পরে, টোটোতে চড়ে যাওয়ার পথে তাদেরকে জানানো হয় যে, নাবালিকা রামপুরহাট মেডিক্যালে চলে গেছে। কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে তারা নাবালিকার কোনো হদিস পায় না এবং পরে একটি গোডাউনে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব পরিকল্পনা করে নাবালিকাকে খুন করে তার দেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এদিকে, এই ঘটনার পর পঙ্কজ পারেখ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়রা বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, সাঁইথিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। শুক্রবার সকালে, নিহত নাবালিকার পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়রা সাঁইথিয়া শহরের প্রধান স।ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। অবরোধের পরেও, সাঁইথিয়া থানার সামনে এক বিশাল প্রতিবাদী জনসমাবেশে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয়দের দাবি, নাবালিকার হত্যাকারীদের কোনো রকম ছাড় না দিয়ে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই ঘটনার পর, এলাকাবাসী ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনরা এর নিঃদা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। তাদের মতে, এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জ।তি অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য তাদের বিশেষ তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে এবং মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, এই শোকাবহ ঘটনার পর সাঁইথিয়া শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত আতঙ্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, নাবালিকার হত্যার বিচার হওয়া উচিত এবং সমাজে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তবে, সাঁইথিয়ার মানুষ এখনও বিশ্বাস করছেন যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অপরাধীরা কোনোভাবেই ছা। পাবে না। এই ঘটনার পর, সাঁইথিয়ার স্থানীয় সংসদ সদস্যও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছেন। এমন এক সময়ে, যখন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা শোকস্তব্ধ, সেই সময় তাদের জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করাই হবে প্রাধান্য। সাঁইথিয়া শহরের এই দুঃ খজনক ঘটনা শুধু এলাকাবাসীকে হতাশ করেনি, বরং এটি পুরো অঞ্চলে এক শোকের ছায়া সৃষ্টি করেছে।

ট্যাংকারের চাকায. পিষ্ট দুই যুবক

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শবের খোঁজে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। শুক্রবার দুপুরে ফাঁসিদেওয়া থানার রাঙ্গাপানি সংলগ্ন ঘোষপাড়া মোড়ে একটি তেলের ট্যাংকারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বিকি ঘোষ ও বাপ্পা সিংহ নামে দুই যুবকের। তৃতীয় যুবক গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে ল।ছেন। এহেন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও স্থানীয় .সূত্রে জানা গেছে, এদিন ওই তিন যুবক মাথায় হেলমেট ছাড়া একটি স্কুটারে চেপে রাঙ্গাপানি ঘোষপাড়া মোড় পার হচ্ছিলেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৬০৫, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৫০/২৫-২৬/সিএপি,আরআরএসকে, এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** (i) শিয়ালদহ ডিভিশনে ডিএসটিই/। এবং এএসটিই/। বিভাগে ইন্টারলকড এলসি গেটে (ওএসএল) আরটিইউ-এর ব্যবস্থা। (ii) শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ-বজ-বজ, দমদম জংশন-কলকাতা-মাঝেরহাট, বালিগঞ্জ-সোনারপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা বিভাগে ৪৮এফ ওএফসি-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৪৬,৪২,৫৫২.০১ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৫,৭৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১২.০৩.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২৬.০৩.২০২৬-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ২৬.০৩.২০২৬-এ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত ডেটা লগার অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজের সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ অথবা বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য অটোমেটিক সিগন্যালিংকে অনুরূপ ধরনের কাজ হিসাবে মনে করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-428/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

রেলওয়ান অ্যাপ ব্যবহার করুন-পূর্ব রেলওয়েতে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে রেলওয়ান অ্যাপ

কলকাতা, ৬ মার্চঃ আজ (৬.৩.২০২৬) পূর্ব রেল এক সপ্তাহব্যাপী প্রচার শুরু করেছে যাতে অল ইন ওয়ান রেলওয়ানঅ্যাপের ব্যবহার সর্বজনীন করা যায়। রেলওয়ান অ্যাপের প্রসারের জন্য অভিযানটি পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিঃন্দ দেউসকর শুরু করেছেন যেখানে পূর্ব রেলওয়ের সকল প্রধান কর্মকর্তা ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব রেলওয়ের স্কাউটস এবং গাইডস স্বেচ্ছাসেবকরা এই অভিযানকে আরও ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেন। তারা রেলওয়ান অ্যাপের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি নাটকও পরিবেশন করেন যা জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা প্রশংসিত হয়। স্কাউটস অ্যান্ড গা ই ড স স্বেচ্ছাসেবকরা ঞ্জ্যটড়ঞ্জ অ্যাপটি কেবল যাত্রীদের মধ্যেই নয়, রেলওয়ের কর্মীদের মধ্যেও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীও উপস্থাপন করেন। RailOne অ্যাপটি স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্বের উভয় যাত্রীদের জন্যই কার্যকর, কারণ এই অ্যাপটিতে স্থানীয় ট্রেনের টিকিট কেনা থেকে শুরু করে রিজার্ভড টিকিট ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনা, ট্রেন ট্র্যাকিং করা, কোচের অবস্থান জানা, গ্র্যাণ্ড স্ট্যাটাস দেখা, রেল মাদাতের সাহায্য নেওয়া এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন প্রধান স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মে ক্যাম্প অফিস তৈরি করে যাত্রীদের দেখানো হবে যে RailOne অ্যাপটি কতটা সহজে ব্যবহার করা যায় । এই অ্যাপটি কীভাবে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছ ন্দ্য বয়ে আনতে পারে, তা দেখানোর জন্যই এই প্রচার।

বাতিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফর, রাজনৈতিক মহলে শুরু জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরবহ্গ, ৬ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নির্ধারিত উত্তরবঙ্গ সফর হঠাৎই বাতিল হওয়ায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাঁর উত্তরবঙ্গে আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সেই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে বলে খবর। কেন এই সফর বাতিল করা হল, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে স্পষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি। ফলে বিষয়টি ঘিরে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেল সোয়া চারটা নাগাদ দার্জিলিংয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতির। বন্দে মাতরম গানের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দার্জিলিং পার্বত্য উৎসবের সূচনা করার কথা ছিল তাঁর। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের লোকভবনে ' অ্যান্ড রিদমস' নামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথাও ছিল রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিতে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল হওয়ার খবর সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ভোটমুখী রাজ্যে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে এমন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যে সম্ভাব্য রাজ্যপাল পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা চলছিল। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির সফর বাতিল হওয়ায় সেই জল্পনা আরও কিছুটা উস্কে দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তবে রাষ্ট্রপতির সমস্ত কর্মসূচি যে বাতিল হয়েছে এমনটা নয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ অর্থাৎ ৭ মার্চ শনিবার তিনি দার্জিলিংয়ে নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ওই দিন আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। রাইসিনা হিলসের পক্ষ থেকে শুক্রবার সকালে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী, শনিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে পাগলা ষাঁড় বলে কটুক্তি সুকান্ত মজুমদারের

শিল্পী দত্ত কোচবিহার ৬ মার্চ ঃ শুক্রবার বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা দ্বিতীয়. দিনে কোচবিহারের নাটাবাড়ি কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হন কেন্দ্রয়. প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন - রাজ্য সরকার বেকার যুবকদের চাকরি দিতে পারে না আমাদের সরকার এলে পুনরায় এসএসসি চালু হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘুগনিমুরি বিক্রি করে নাকি অনেক টাকা রোজগার করা যায় কথা বলেছেন। যেদিন থেকে তার দলের নেতাকর্মীরা, ঘুগনিমুরি বিক্রি করে সংসার চালাবে আমরাও সেদিন থেকে ঘুগনিমুরি বিক্রি করব। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটা তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন - তৃণমূল দল চালাচ্ছে কারা দিনহাটার পাগলা ষাঁড়টা। বাজারে পাগলা ষাঁড় ঘুরে বেড়ায় যেই আসে তাকেই গুতো মারে। দিনহাটার টাও পাগলা ষাঁড় হয়ে গেছে। নেতাকারা ফরওয়ার্ড ব্লক এ যারা অত্যাচার করেছিল তারাই তৃণমূলের নেতা এখন। পার্থ প্রতিম রায় ছিল তার পামচার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ দা ছিল সে গাছপালা বিক্রি করতে করতে এখন রাজনীতি নেই। যারা ফরওয়ার্ড ব্লকে অত্যাচার করত তারা এখন তৃণমূলের নেতা। অপরদিকে কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া প্রসঙ্গে বলেন - এক লক্ষ ভোট চুরি করে এখানকার সাংসদ সাংসদ হয়েছে নিশীথ প্রামানিক হারেনি। কান ধরে জনতার দরবারে উঠবস করাবো। শুধু পার্লামেন্টে বসে বসে পেছনের সিটে ঘুমোয়। সামনেই বিধানসভা ভোট তার আগেই ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ঘর গোছাতে শুরু করেছে। এরই মাঝে পরিবর্তনযাত্রায় সুকান্ত মজুমদারের এহেন বক্তব্যকে ঘীরে শুরু হয়েছে ভাষা সন্ত্রাস। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - উনি নিজেই পাগল হয়ে গেছেন। আসলে উনাদের দেখতে পাওয়া যায় না কাজে-কর্মে ডুমুরের ফুল। যখনই কোন অনুষ্ঠান হয় তখনই প্লেনে করে এসে ভাষণ দিয়ে বাড়ি চলে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে আছে আগামীতেও থাকবে। আসলে ভোটে জিততে পারবেনা শুধু হাওয়া গরম।

দেশের অর্থনৈতিক শক্তি তার নারী ও শিশুদের সুস্থতা এবং অংশগ্রহণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি তার নারী ও শিশুদের সুস্থতা এবং অংশগ্রহণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মেয়েরা যখন সুস্থ, শিক্ষিত ও নিরাপদ পরিবেশে বড় হয়, তখন তারা শিক্ষা গ্রহণ, কর্মসংস্থান এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বিপরীতে, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুযোগে ঘাটতি থাকলে ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পাশাপাশি, সমাজ ও অর্থনীতির অগ্রগতিও বাধাগ্রস্ত হয়। এই বিষয়টি বিবেচনা করে ভারত সরকার ক্ষমতায়নের একটি জীবনচক্রভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শৈশব থেকে শুরু হয়ে কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য - একটি শক্ত ভিত্তি-সুস্থ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সঠিক পুষ্টি ও শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাতা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সুপুষ্ট নাগরিকই সুস্থায়ী. উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি। তথ্যভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে শিশু, কিশোরী এবং মায়েদের অপুষ্টি মোকাবিলায .পদক্ষেপ নেওয়া. হয়েছে। খর্বতা, কম ওজন, রক্তাল্পতা এবং কম জন্ম ওজন কমানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সমন্বিত পরিষেবা, তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী ব্যবস্থা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এই উদ্যোগকে কার্যকর করেছে। এর ফলে, সুস্থ ও সক্ষম নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে। সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০ একটি সমন্বিত পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি। শূন্য থেকে ৬ বছর বয়সি শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের অপুষ্টি দূর করাই এর লক্ষ্য। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূরক পুষ্টি, প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও শিক্ষা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা-এই কর্মসূচির মাধ্যমে যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য একাধিক পরিষেবা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূরক পুষ্টি, প্রাক-প্রাথমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরিষেবা। টিকাকরণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পোষণ অভিযান-২০১৮-র ৮ মার্চ শুরু হওয়া পোষণ অভিযান শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচি। সমন্বিত ও বহুমাত্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে অপুষ্টি হ্রাস, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। কিশোরী কন্যাদের জন্য কর্মসূচি-এই কর্মসূচি ১৪-১৮ বছর বয়সী কিশোরীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জেলা এবং অন্যান্য রাজ্যের আকাঙ্ক্ষিত জেলায় এটি কার্যকর। কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রজন্মগত অপুষ্টি রোধ করাই এর উদ্দেশ্য। লৌহ-ফোলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন এই উদ্যোগের অংশ। পোষণ ভি পঢ়াই ভি, কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের এই উদ্যোগের লক্ষ্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আনন্দময় শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তর করা। ০ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য খেলাধুলাভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টিকে যুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর সুপারিশ অনুযায়ী এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮.৫৫ লক্ষের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৪১,৬৪৫ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আধারশিলা এবং নবচেতনা পাঠ্যক্রম দেশজুড়ে ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় চালু হয়েছে। পিএম পোষণ-পিএম পোষণ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর মধ্যাহ্নভোজ প্রদান করা হয়। এটি শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করে। পঠনপাঠনে মনসংযোগ বাড়ায় এবং বিশেষ করে কন্যাশিশুদের শিক্ষায. ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষা মন্ত্রক পরিচালিত এই কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত কর্মসূচির আওতায় সরকারি ও সরকার-সহায়তাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পুষ্টিকর রান্না করা খাবার পায়। প্রধানমন্ত্রীর মাতৃ বন্দনা যোজনা-প্রধানমন্ত্রীর মাতৃ বন্দনা যোজনা গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য একটি মাতৃত্ব সহায়তা কর্মসূচি। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে যোগ্য সুবিধাভোগীরা দুই কিস্তিতে মোট ৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পান। এই সহায়তা মাতৃত্বকালীন যত্ন নিশ্চিত করতে সহায়ক। অন্যান্য স্বাস্থ্য উদ্যোগ-জননী সুরক্ষা যোজনা এবং জননী শিশুসুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ, পরীক্ষা, রক্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া সুরক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন কর্মসূচি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগকে একত্রিত করেছে। মিশন ইন্দ্রধনুষ-শিশু ও গর্ভবতী নারীদের পূর্ণ টিকাকরণ নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এলাকায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষমতায়ন-শিক্ষা নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং জীবনে নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দেয়। শিক্ষা নারীদের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ২২ জানুয়ারি ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি কন্যাশিশুর সুরক্ষা, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য একটি জাতীয় উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। মানসিকতার পরিবর্তন, লিঙ্গ সমতা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ এর মূল লক্ষ্য। কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়- প্রসঙ্গত, ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সি পিছিয়ে পড়া পরিবারের কন্যাশিশুদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলি নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে। উচ্চশিক্ষায .নারীশক্তির অংশগ্রহণ-ভারতে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

CIN:-L50500WB1964PLC026053
রেজিঃ অফিসঃ ৭ সি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড,
পি.এস. শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪০৬৬৮০৭২,
ই-মেইলঃ foundryfuelgmail.com,ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ অনুসারে, (আইন) যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ এবং ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ এর সাথে পঠিত, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের শেষ সার্কুলার নং ৯২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের শেষ সার্কুলার নং ৩২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ' সার্কুলার') দ্বারা জারি করা হয়েছে, এবং সেবি(তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং 'প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫, ('তালিকাবদ্ধকরণ নিয়ন্ত্রণ') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা, যদি থাকে, যার মধ্যে আপাতত বলব কোনও বিধিবদ্ধ 'পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, শুক্রবার, ০৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে, ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) অথবা কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত ই-ভোটিংয়ের জন্য সদস্যদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ ই-মেইল পাঠিয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বর্ণিত **স্বাধীন পরিচালক নিয়োগের জন্য কোম্পানির** সদস্যদের অনুমোদনের জন্য। কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ শ্রী দেবেন্দ্র রাউত,প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের কেবল ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানি ই-ভোটিংয়ের সুবিধার্থে সিডিএসএলকে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতিটি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের নোটে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সদস্যদেরবিষয়টি মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ই-ভোটিং মঙ্গলবার, **১০ই মার্চ, ২০২৬ সকাল ১০,০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ৮ই এপ্রিল, ২০২৬, বিকেল ৫,০০ টায়** শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের হিসাবে গণ্য হয়, যা কাট-অফ তারিখ।উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে,পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ভৌত কপি, ডাক ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িকউত্তর খাম সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না।পোস্টাল ব্যালট নোটিশের কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.foundryfuel.co.in**,স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইট **www.cdslindia.com**-এ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলি থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন। যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তবে আছে এবং যারা কোম্পানিআরটিএ-তে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের foundryfuelgmail.com ঠিকানায় কোম্পানিকে লিখিতভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাথে অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি সহ তাদের ফোলিও নম্বর. ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণইত্যাদি প্রদান করতে হবে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানানিবন্ধন বা আপডেট করেননি, তাদের তাদের নিজ নিজ ডিপি-তে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন মিঃ মলয় বিশ্বাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কলকাতার সাথে ফোন (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৬ অথবা ইমেল করুনঃ **helpdesk.evotingcdslindia.com** অথবা **moloybcdslindia.com** যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য আপনি foundryfuelgmail.com এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট এবং আমানতকারীদের কাছেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-(শ্রী ওম প্রকাশ ওঝা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬ মার্চ ২০২৬

ফর্ম নং -আইএনসি-১৯ থেকে বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানি(ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ অনুসারে

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার CIN: U85300WB 2020NPL236353 এবং এর নিবন্ধিত অফিস D/O- আশীষ কুমার চ্যাটার্জী, আপোনলয় কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং- প্রো, পরগনা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৩২, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল এর কাছে কোম্পানিকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

i. ভারত বা অন্য কোথাও খুচরা ও পাইকারি ভিত্তিতে সকল ধরণের পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, পুনঃবিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রচার, বিপণন বা সরবরাহ, বাণিজ্য, যেকোনো উপায়ে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।

ii. বিভিন্ন পণ্য, পরিষেবা এবং পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শক হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য, পরিষেবা বিক্রয় প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

iii. কোম্পানির পণ্য, পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবসা এবং বিক্রয় প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী, বাণিজ্য মেলা, প্রচারমূলক ইভেন্ট এবং বিপণন কার্যক্রম সংগঠিত করা, পরিচালনা করা এবং অংশগ্রহণ করা।

iv. ব্যবসায়ী, পরিবেশক, কমিশন এজেন্ট , ব্রোকার, ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রতিনিধি, স্টকিস্ট, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা হিসাবে কাজ করা, অথবা অন্যথায় সকল ধরণের পণ্য, পণ্য, জিনিসপত্র এবং পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করা।

v. কোম্পানির পণ্য, পণ্য এবং পরিষেবা সংরক্ষণ, বিতরণ এবং বিক্রয়ের জন্য গুদাম, শোরুম, খুচরা বিক্রেতা, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য সুবিধা স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ডিও-আশীষ কুমার চ্যাটার্জী, আপোনলয় কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং-প্রো, উত্তর পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩২, পশ্চিমবঙ্গে দেখা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরোধিতাকারী যেকোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, আশীষ কুমার চ্যাটার্জী, আপোনলয় কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং- প্রো, পরগনা উত্তর, কলকাতা-৭০০১৩২, পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রারের কাছে এই আপত্তি জানাতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, রেজিস্ট্রার আশীষ কুমার চ্যাটার্জী, আপোনলয় কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং- প্রো, পরগনা উত্তর, কলকাতা-৭০০১৩২-এর কাছে একটি চিঠি পাঠাতে হবে। এর একটি অনুলিপি আবেদনকারীর ঠিকানাঃ শম্ভুনাথ সরকার, প্রোথেমা ডি-২০২, আপোনলয় ৩২২ নিউ যশোর রোড (এস), দোলতলম পেট্রোল পাম্প, মধ্যমগ্রাম (মি) গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিম বঙ্গ - ৭০০১৩২-এ প্রেরণ করতে হবে।

তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
আবেদনকারী অনুপম সরকারের নাম

ম্যাকলারেনের হ্যাটট্রিকে ওড়িশাকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে মোহনবাগানের জয়রথ অব্যাহত

আইএসএলে মোহনবাগান যেন অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি। দুর্বার, অদম্য, এবং একেবারে দুর্ধর্ষ। শুক্রবার ও।শা এফসি'র বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ৫-১ গোলে দাপটের সঙ্গে জয় তুলে নিয়েছে সবুজ-মেরুনরা, যা একেবারে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাদের চতুর্থ জয়। বিশেষ করে এই ম্যাচে জেমি ম্যাকলারেনের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক এক অভিনব নজির সৃষ্টি করেছে। ম্যাচে তার গোলের ক্ষিপ্রতা এবং ফিনিশিং ফুটবলের দুনিয়াতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। তার অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্সের ফলে মোহনবাগান শীর্ষে উঠে এসেছে, এবং আইএসএলে এই মরশুমে তাদের দুর্দান্ত গতি অব্যাহত রেখেছে। এক কথায়, হ্যাটট্রিক ম্যাকলারেনের- ম্যাচটি শুরু হওয়ার পর থেকেই মোহনবাগান এক কথায় আগ্রাসী ফুটবল খেলেছে। ১৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করেন ম্যাকলারেন। একটি তিনমুখী আক্রমণের মাধ্যমে এই গোলটি আসে। প্রথমে দিমিত্রি পেত্রাতোস বক্সের বাইরে থেকে বলটি বক্সে পাস দেন, সেখানে বোসের ক্রস থেকে হেড করে গোল করেন ম্যাকলারেন। এর পরের ২৩ মিনিটে অজি স্ট্রাইকার আবারও গোল করেন, যখন ডানদিক থেকে লিস্টন কোলাসো তার পাসটি দিয়ে তার সামনে বল পৌঁছে দেন। পজিশনিংয়ের মধ্যে ভুল না করে সহজে বল জালে পাঠান ম্যাকলারেন। এই দুটি গোলের পরেও যেন তাঁর ক্ষুধা থামেনি। ৪২ মিনিটে আলবার্তো রড্রিগেজ দূরপাল্লার শটে গোল করেন, কিন্তু এর পরপরই ও।শার রহিম আলি ব্যবধান কমিয়ে দেন। তবে খেলার গতির বিরুদ্ধে, অতিরিক্ত সময়

(৪৫২ মিনিট) গিয়ে ম্যাকলারেন তৃতীয় গোল করেন এবং তার হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। এই গোলটি ছিল ম্যাকলারেনের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ ভারতে আসার পর এটি ছিল তার প্রথম হ্যাটট্রিক। দ্বিতীয়ার্ধে আরও প্রমাণ-বিরতির পরও মোহনবাগান আগ্রাসী ফুটবলই খেলতে থাকে। একাধিক সুযোগ পেলেও গোলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যে প্রচেষ্টা তারা করেছে, তা সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু ৮৮ মিনিটে যখন রহিম আলি গোল করতে পারেন, তখন তিনি একটি সুযোগ পেয়েছিলেন, ঠিক একই সময় ম্যাকলারেনও একটি সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন, যা তিনি মিস করেননি। দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে নিজের চতুর্থ গোলটি করেন তিনি। এই গোলের মাধ্যমে তিনি মরশুমে ৭টি গোল করে আইএসএলে শীর্ষ গোলদাতার তালিকায় অবস্থান করছেন। ম্যাচ শেষে একান্তভাবে ম্যাকলারেনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রশংসা শোনা যায়। তার চারটি গোল এবং শক্তিশালী ফুটবল দক্ষতার সঙ্গে একাধিকার সবুজ-মেরুন শিবিরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে, মোহনবাগান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ও।শার বিরুদ্ধে তাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ও।শার দুর্বলতা- এদিকে, ও।শা এফসি'র জন্য এই ম্যাচটি ছিল দু ঃস্বপ্নের মতো। আগের মৌসুমে তারা কোচ লোবেরার অধীনে চমকপ্রদ পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল, কিন্তু এবারের মৌসুমে তারা একেবারে বিপর্যস্ত। কোচ টিজি পুরুশোথামানের অধীনে তাদের পারফরম্যান্স ছিল আরও দুর্বল, এবং মোহনবাগান তাদের বিরুদ্ধে একেবারে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। শুধু একজন বিদেশি খেলোয়া।, কার্লোস দেলগাডো, যিনি ও।শার হয়ে খেলার জন্য মাঠে নামেন, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাধর খেলোয়া।রা মোহনবাগান শিবিরে রয়েছেন। ফলে ও।শা কোনোভাবেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। এই ম্যাচে ও।শার দিকে থেকে রহিম আলির একমাত্র গোলটি ছিল তাদের একমাত্র আলো, যা তাদের হারের পরেও কিছুটা আশা জাগিয়েছিল। তবে, পুরো দলটি যে মানসম্পন্ন আক্রমণ এবং প্রতিরোধ গা।ে তুলতে পারেনি, তা স্পষ্ট।

লিগ টেবিলের শীর্ষে মোহনবাগান- এই জয় দিয়ে মোহনবাগান আইএসএলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। চার ম্যাচে চারটি জয় এবং একেবারে টানা জয়রথ তাদের সামনে ছুটছে। এর আগে মহামেডানকে ৫-১ গোলে হারানোর পর এই ম্যাচে তারা আবারও তার প্রমাণ রাখলো। মোহনবাগান এখনও পর্যন্ত দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত করেছে এবং প্রতিপক্ষ দলের জন্য এটি এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কোচের ভূমিকা- মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা এই ম্যাচে কোনো ঝুঁকি নেননি এবং তার দলের সমন্বয় ও খেলোয়া।দের প্রস্তুতিও ছিল প্রশংসনীয়। মাঠে তাঁর পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল, এবং তার কৌশলে কোনও ত্রুটি ছিল না। তিনি জানতেন যে, পুরনো দলের

আইপিএলের আগে ইউরোপে নতুন চমক

দ্রাবিড়-অশ্বিনের মালিকানায় আসছে নতুন ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি!

মুম্বাই ঃ ক্রিকেটের অঙ্গনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি, রাহুল দ্রাবি। এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন, এবার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তারা ইউরোপে নতুন একটি টি-টোয়েন্টি লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনবেন, যা ভারতের আইপিএল-এর মতো একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের নতুন চমক হতে পারে। এই বিশেষ উদ্যোগে তারা যুক্ত হচ্ছেন ইউরোপীয় ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যতের অন্যতম শক্তি হতে পারেন।ইউরোপে নতুন টি-টোয়েন্টি লিগঃ এই লিগের নাম ' টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগ', যা মূলত ইউরোপে ক্রিকেটের প্রসার ও নতুন প্রতিভা তুলে আনার উদ্দেশ্যে শুরু হচ্ছে। এতে অংশ নেবে ইউরোপের বিভিন্ন ক্রিকেট শক্তি যেমন আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের দল। এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে ইউরোপীয় অঞ্চলে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বা।ানোর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েট দেশ থেকে নতুন ক্রিকেটারদের উঠে আসার সুযোগও তৈরি হবে। বর্তমানে, ইউরোপের ক্রিকেট সম্পর্কে জানাচ্ছেন বিস্তৃত পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে, আমস্টারডাম,

বেলফাস্ট এবং এডিনবরার দল কিনেছেন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিনিয়োগকারীরা। তবে এবার নতুন করে যোগ হচ্ছেন রাহুল দ্রাবি। এবং রবিচঃদ্রন অশ্বিনের মতো ব। নাম, যারা গ্লাসগোর দলের মালিক হতে আগ্রহী।দ্রাবি।-অশ্বিনের মালিকানা পরিকল্পনাঃ রাহুল দ্রাবিড় এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দল কেনার সিদ্ধান্ত ইউরোপের ক্রিকেট পরিবেশে একটি নতুন আলো।ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, তাদের জনপ্রিয়তা ইউরোপে ক্রিকেটের মানচিত্রকে আরও বিস্তৃত করতে সহায়তা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেটের প্রতি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং তার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এই লিগের জন্য একটি বড় লাভ হতে পারে। রাহুল দ্রাবিড় স্কটল্যান্ডের ক্রিকেট দলের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ২০০৩ সালে তিনি স্কটল্যান্ডের হয়ে ১১টি ম্যাচ খেলে প্রায় ৬০০ রান করেছিলেন, যা তার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের এক পুরনো সম্পর্ককে তুলে ধরে। এই ইউরোপীয় লিগের সঙ্গে জড়িত হয়ে দ্রাবি। আরও একবার তার ক্রিকেটিক দক্ষতা এবং দলের জন্য ভালো কিছু করার উদ্দেশ্যে মাঠে নামতে পারেন। তবে, প্রশ্ন উঠছে যে, রাহুল দ্রাবিড় শুধু মালিক হিসেবেই এই লিগে অংশ নেবেন, নাকি অন্য কোনো বিশেষ দায়িত্বে।

ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সফল হতে গেলে সংশোধন করতে হবে ৫টি বড় দুর্বলতা!

মুম্বাই, ৬ মার্চ ঃ বিশ্বকাপ ২০২৩ এর সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ভারত চতুর্থবারের মতো ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। ম্যাচটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল উত্তেজনায় ঠাসা, এবং ভারতের জয়ের পথ ছিল ন্যায্য ও কঠিন। তবে, এই জয়টি যদিও চোখে পরার মতো ছিল, তবুও ভারতের খেলার মধ্যে একাধিক দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। যা তাদের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে হারাতে আরও ব। চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। এই ৫টি দুর্বলতা না শুধরানো হলে টিম ইন্ডিয়াকে বিশ্বকাপের শিরোপা জিততে কঠিন হতে পারে।

১. অভিষেক শর্মার ফর্ম এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব- ভারতের অন্যতম বড় চিন্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিষেক শর্মার ব্যাটিং ফর্ম। তার ফর্ম এবং আত্মবিশ্বাস এখনও অনেকটা ম্লান। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন, তবে সেটি ছিল খুবই অনিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসহীন ইনিংস। সেমিফাইনালে তিনি মাত্র ৯ রান করে আউট হন। তার ব্যাটিং ফর্ম যদি এমনই থাকে, তবে এটি ভারতের জন্য খুবই চিন্তার বিষয় হতে পারে, বিশেষ করে ফাইনালে। তার আত্মবিশ্বাসের অভাব সরাসরি তার ফিল্ডিংকেও প্রভাবিত করছে, যেখানে তিনি বেশ কিছু সহজ ক্যাচও মিস করেছেন।টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত তার সঙ্গে কথা বলে তার মানসিক সমস্যা সমাধান করা এবং তার আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা। এমনকি, যদি ফাইনালের আগে অভিষেকের ফর্ম না বদলায়, তবে রিঙ্কু সিং বা ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ২. বরুণ চক্রবর্তীর বোলিং সমস্যা- অন্য একটি বড় সমস্যা হল ভারতের স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর বোলিং ফর্ম। বরুণ চক্রবর্তী বরাবরই টি-২০ ক্রিকেটে একজন আক্রমণাত্মক বোলার হিসেবে পরিচিত, যিনি উইকেট নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করেন। তবে এই বিশ্বকাপে, তিনি কিছুটা রক্ষণাত্মক বোলিং করছেন এবং রান বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, যা তার নিজের স্টাইলের বিপরীতে। এই পরিবর্তন তার বোলিংয়ের কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়েছে এবং বিপক্ষ ব্যাটারদের জন্য সুযোগ তৈরি করছে। বরুণের হাতে দুটি গুগলি রয়েছে, তবে বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত তিনি যেভাবে বিপক্ষ ব্যাটারদের বিপক্ষে কার্যকর ছিলেন, তা এই টুর্নামেন্টে দেখানো সম্ভব হয়নি। টিম ম্যানেজমেন্টকে অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলে তার সমস্যা সমাধান করতে হবে, অথবা কুলদীপ যাদবের মতো অন্যান্য স্পিনারকে ফাইনালে সুযোগ দিতে হতে পারে।

৩. ষষ্ঠ বোলারের অভাব- ভারতীয় দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব খুবই স্পষ্ট। সেমিফাইনালে দেখা গেছে যে, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং এবং অক্ষর প্যাটেলরা মার খেয়েছেন, কিন্তু দলে অন্য কোনও বোলারকে সুযোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়নি। সূর্যকুমার যাদবের হাতে একমাত্র বিকল্প ছিল শিবম দুবে। কিন্তু শিবম দুবে তার হাতে বল তুলে দিলে তিনি অনেক রান দিয়েছেন, যেমন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সুপার এইট ম্যাচে যেখানে তিনি শেষ ওভারে ২৬ রান দেন। ফাইনালে যদি ভারত আরও একটি বোলার খুঁজে না পায়, তবে শিবম দুবে বা তিলক বর্মাদের বল করানোর কথা ভাবতে হতে পারে। এটি ভারতের ব। সমস্যা হতে পারে, যদি তারা নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করে।

৪. অহেতুক এক্সট্রা রান দেওয়া- বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচেই, এমনকি সেমিফাইনালেও ভারত কিছু অতিরিক্ত রান দিয়ে এসেছে। নো বল এবং ফ্রি হিটের মতো ভুলের ফলে বিপক্ষ দলকে সুবিধা দিয়েছে। অর্শদীপ সিং এবং শিবম দুবের বোলিংয়ে শৃঙ্খলার অভাব ছিল, যা ভারতের বোলিং আক্রমণের শক্তি কমিয়ে দিয়েছে। যদি এই ধরনের ভুলগুলো চলতে থাকে, তবে নিউজিল্যান্ডের মতো দলদের বিরুদ্ধে ভারত ব। মূল্য চুকাতে পারে। তাই, ফাইনালে বোলিংয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ফিল্ডিংয়ের দুর্বলতা- ভারতের ফিল্ডিংয়ে এখনও বেশ কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে, বিশেষত ক্যাচ ছাড়ার ক্ষেত্রে। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ভারতের ক্যাচ ছাড়ড়ার পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক ছিল, এবং সেমিফাইনাল ছাড়া বাকি ম্যাচগুলোতে ফিল্ডিংয়ে বেশ কিছু ভুল হয়েছে। যদি ফাইনালে ভারত তাদের ফিল্ডিংয়ে আরও ভুল করে, তবে সেটি তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। ক্যাচ ছা।ার পাশাপাশি, বলের সঠিক দিকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং ফিল্ডিংয়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

ভারতের এই জয়টি আপাতভাবে মসৃণ মনে হলেও তাদের মধ্যে কিছু ব। দুর্বলতা রয়েছে, যা ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্টকে এসব দুর্বলতা সমাধান করে ফাইনালের আগে পুরো দলকে প্রস্তুত করতে হবে। অভিষেক শর্মার ফর্ম, বরুণ চক্রবর্তীর বোলিং, ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অহেতুক এক্সট্রা রান দেওয়া এবং ফিল্ডিংয়ের দুর্বলতা-এই সব সমস্যা ঠিক না করলে, বিশ্বকাপের শিরোপা হাতে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তবে, সঠিক প্রস্তুতি এবং কৌশল গ্রহণ করলে, ভারত চতুর্থবার বিশ্বকাপ শিরোপা জিততে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com